বাল্মীকি রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।

কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক

৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

নং ৩৫, বেণিয়াটোলা লেন, রায় যন্ত্রে,

শ্রী[illegible]রাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

ষষ্ঠবার প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দা ১২৮৫।

শকাব্দা ১৮০০।

মূল্য ৶০ ছয় আনা মাত্র।

বাল্মীকি রামায়ণ।

অযোধ্যাকাণ্ড।
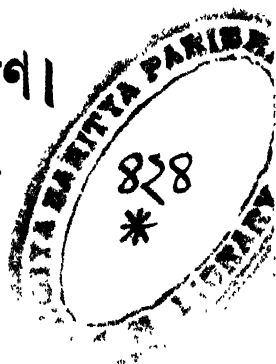
কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক

৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায়

অনুবাদিত।

কলিকাতা।

নং ৩৫, বেণিয়াটোলা লেন, রায় যন্ত্রে,

শ্রীবাবুরাম সরকার দ্বারা মুদ্রিত,

শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক

ষষ্ঠবার প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দা ১২৮৫।

শকাব্দা ১৮০০।

বিজ্ঞাপন।

মহর্ষি বাল্মীকি রচিত রামায়ণ অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। অনেকেই আদর ও ভক্তি করিয়া পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা ভাষায় তাহার অনুবাদ করিলে সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী হইতে পারে, এই ভাবিয়া কলিকাতাস্থ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালার শিক্ষক শ্রীহরানন্দ ভট্টাকার্য্য এই গ্রন্থের অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একাকী সমুদায় অনুবাদ করা বহুদিন-সাধ্য বলিয়া ক্ষান্ত হন। পরে বহড়ু নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হরনাথ ভঞ্জ মহাশয় উৎসাহ দেওয়াতে উক্ত ভট্টাচার্য্য অনুবাদের নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করেন, অনন্তর আমরা উভয়ে এক এক কাণ্ড করিয়া অনুবাদ করিতে আরম্ভ করি, হরানন্দ ভট্টাচার্য্য আদিকাণ্ডের এবং আমি অযোধ্যাকাণ্ডের অনুবাদ করিয়াছি। ইহা অবিকল অনুবাদ নহে। যে যে স্থানে পুনরুক্তি ও বিশেষণের

বাহুল্য আছে, সে সমুদায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইতিবৃত্তের অন্যথা করা হয় নাই। এক্ষণে পাঠকগণ অনুকম্পা পূর্ব্বক গ্রহণ ও এক এক বার পাঠ করিলেই আমি কৃতকৃত্য হইব।

কলিকাতা
বাঙ্গালা পাঠশালা
১৩ই অগ্রহায়ণ, সন ১২৬৩।

শ্রীরামকমল শর্ম্মা।

বাল্মীকিরামায়ণ

অযোধ্যাকাণ্ড।

একদা রাজা দশরথ সভাসদ্গণ-বেষ্টিত হইয়া সিংহাসনে আসীন আছেন, এমন সময়ে পুরবাসী প্রজাগণ একত্র হইয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনীত-বচনে নিবেদন করিল, মহারাজ! আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রামচন্দ্র অতি সুশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, নীতিবিশারদ ও কার্য্যধুরন্ধর হইয়াছেন। আমাদিগের বাঞ্ছা এই, আপনি তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

রাজা পূর্ব্বেই মানস করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। এক্ষণে প্রজাগণ সেই প্রার্থনা করাতে অতিশয় প্রীত হইয়া মহর্ষি বশিষ্ঠদেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ভগবন্! রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকবিষয়ে প্রজাগণের অতিশয় আগ্রহ দেখিতেছি এবং মনোহর মধুমাসও সমাগত হইয়াছে, আপনি যদি প্রসন্ন হইয়া অনুমতি প্রদান করেন, এই শুভ সময়ে তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করি।

রামচন্দ্র কাহারো অপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহার অভি-ষেকের কথা শ্রবণ করিয়া বশিষ্ঠদেব অতিশয় হৃষ্ট হইয়া

কহিলেন, মহারাজ! রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, ইহাব পর আহ্লাদের বিষয় আর কি আছে। এ বিষয়ে অনুমতি গ্রহণের অপেক্ষা নাই। আপনি এখনি অভিষেক-সামগ্রী আহরণ করুন এই বলিয়া অভিষেক-দ্রব্য সকল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

রাজা বশিষ্ঠদেবের অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ অমাত্যবর্গকে আহ্বান করিয়া অভিষেচনিক দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন। ভৃত্যগণকে রাজসদন, নগর ও চতুষ্পথ সুশোভিত করিতে অনুমতি দিলেন এবং রামকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত সুমন্ত্রকে প্রেরণ করিলেন। সুমন্ত্র রাজনিদেশ প্রাপ্ত হইবামাত্র অতিমাত্র হৃষ্ট হইয়া অবিলম্বে শ্রীরামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন! মহারাজ আপনাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়া দেখিবার বাসনা করিতেছেন। আমি তাঁহার আদেশানুসারে রথ আনয়ন করিয়াছি, রথে আরোহণ করুন, এই বলিয়া তাঁহাকে রথারূঢ় করিয়া রাজগোচরে লইয়া গেলেন। রাজকুমার পিতার চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

নরপতি নব-নীরদ-শ্যাম রামচন্দ্রের অনুপম রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া আলিঙ্গন ও মুখচুম্বন করিয়া মণিময় আসনে উপবেশন করাইলেন। রাজতনয় আসনে উপবিষ্ট হইলে পর, রাজা তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার জ্যেষ্ঠ

পুত্র এবং সর্ব্বগুণাকর; প্রজাগণ তোমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত; অতএব তুমি যৌবরাজ্যে অধিরূঢ় হইয়া প্রজাদিগকে সুত-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন কর। এইরূপ আজ্ঞা করিয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রজাবর্গ ও পারিষদগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। নৃপকুমারও পিতৃ-আজ্ঞালাভে আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া জননীকে এই শুভ সমাচার দিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

রাজমহিষী কৌশল্যা পুরমধ্যে পুত্রের অভিষেকবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়া সতৃষ্ণনয়নে পুত্রের আগমন-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে শ্রীরাম অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলেন, এবং জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বিনীতবচনে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! অদ্য পিতা আমাকে প্রজাপালনের ভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিয়াছেন।

রাজ্ঞী প্রিয়তনয়ের সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দগদ্গদ স্বরে কহিলেন, বৎস! তুমি চিরজীবী হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ কর, তোমার শত্রুগণ নিহত হউক; এক্ষণে তুমি সুমিত্রার চরণে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে এই শুভ সমাচার প্রদান করিয়া আইস।

শ্রীরাম মাতৃ-আজ্ঞাক্রমে লক্ষণের সহিত সুমিত্রার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া আপন অভিষেকবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সুমিত্রা শ্রবণ

করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অনন্তর তিনি তথা হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় আবাসে গমন করিলেন।

এ দিকে নরপতি পুনর্ব্বার বশিষ্ঠদেবকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনি বেদবিৎ, মন্ত্রজ্ঞ ও আমাদিগের কুলগুরু; আমাদিগের কুলাচার সমস্তই অবগত আছেন। কল্য শ্রীরাম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। অভিষেকের পূর্ব্বে কি কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে, আপনি সে সমস্ত বিশেষ করিয়া বলিয়া দিন এবং রাম ও জনকনন্দিনীকে সংযত ও উপোষিত থাকিতে আজ্ঞা করুন। তপোনিধি তথাস্তু বলিয়া শ্রীরামের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার সমুচিত সৌজন্য ও বিনয় দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, নৃপকুমার! রাজা তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া আজ্ঞা করিয়াছেন, অদ্য তুমি বৈদেহীর সহিত সংযত ও কৃতোপবাস হইয়া থাক, কল্য তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন।

রাজতনয় কুলগুরুর আদেশানুসারে জনকদুহিতার সহিত সংযত হইয়া অভিষেক-পূর্ব্বাহ-কর্ত্তব্য পূজাহোমাদি কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। ঋষিরাজ রাজসন্নিধানে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক শ্রীরামের অধিবাস-বার্ত্তা প্রদান করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। নরপতি পুত্রের অধিবাস-কৃত্য শ্রবণ করিয়া আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন।

এ দিকে, রাজপুরুষেরা নৃপনিদেশানুসারে নগরী সুশো-

ভিত করিল। পুরবাসীরা অভিষেক-মহোৎসবের ঘোষণা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ ও কৌতুকাবিষ্ট হইয়া নগর-শোভাসন্দর্শনার্থ ধাবমান হইল। দেখিল, রাজভবন বিচিত্র শোভায় শোভিত হইয়াছে। অট্টালিকা সকল চিত্রবিচিত্র হইয়াছে। রাজমার্গে ধ্বজপতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। নগরীর কোন স্থানে গান, কোন স্থানে নৃত্য, কোন স্থানে বাদ্যোদ্যম, কোথায় বা কোলাহল ধ্বনি হইতেছে। বন্দিগণ স্তুতিপাঠ করিতেছে, দীনগণ প্রচুর অর্থলাভে পরিতুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছে। ভৃত্যেরা বহুমূল্য পারিতোষিক পাইয়া আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছে। ক্রমশঃ দর্শনোৎসুক জনগণে নগরী পরিপূর্ণ ও রাজপথ সংকুল হইয়া উঠিল। অযোধ্যাবাসী সকলেই আনন্দসলিলে ভাসমান হইতে লাগিল।

এই সময়ে কৈকেয়ীর পরিচারিণী মন্থরা যদৃচ্ছাক্রমে প্রাসাদশিখরে অধিরূঢ় হইয়াছিল। দেখিল, নগরমধ্যে মহা মহোৎসব হইতেছে। কিন্তু কি কারণে এরূপ সমারোহ, তাহা জানিবার নিমিত্ত নিতান্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তিনী ধাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, ধাত্রি! অদ্য নগরমধ্যে এরূপ মহোৎসব দেখিতেছি, কারণ কি? ধাত্রী কহিল, মন্থরে! রাজা প্রিয়পুত্র রামচন্দ্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তন্নিমিত্ত নগরে মহোৎসব হইতেছে। পরশুভ-দ্বেষিণী পাপীয়সী মন্থরা এই বাক্য শ্রবণে ঈর্ষান্বিত ও কোপকলুষিত হইয়া দ্রুতপদে কৈকেয়ীর নিকট

গমন করিল। কৈকেয়ী শয়ন করিয়াছিলেন। মন্থরা তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া বলিতে লাগিল, দেবি! তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ, আপনার শুভাশুভ বুঝিতে পার না; কেবল বৃথাসৌভাগ্যে গর্ব্বিত হইয়া প্রমত্তের ন্যায় কাল হরণ করিতেছ!

কৈকেয়ী মন্থরা-বাক্যের অবসান পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মন্থরে! তুমি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছ কেন? অদ্য তোমাকে দুঃখিত দেখিতেছি, ইহারই বা কারণ কি? মন্থরা কহিল দেবি! আর আমাকে দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? তোমার দুঃখেই আমার দুঃখ। রাম রাজা হইয়া অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে, তোমার সপত্নী কৌশল্যা রাজমাতা বলিয়া জনসমাজে সম্বোধিত ও সমাদৃত হইবে, তোমাকে তাহার দাসীর ন্যায় অধীন হইয়া কালক্ষেপ করিতে হইবে। ইহার পর দুঃখের বিষয় আর কি আছে? অতএব যাহাতে রাম রাজা হইতে না পারে, শীঘ্র তাহার উপায় চিন্তা কর।

কৈকেয়ী, রাম রাজা হইবেন শুনিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইয়া বলিলেন, মন্থরে! তুমি আমাকে যে প্রিয়কথা শ্রবণ করাইলে, তোমাকে তদুপযুক্ত কি পুরস্কার দিব। রাম রাজ্যেশ্বর হইবেন, ইহা অতিশয় আনন্দের বিষয়। এই বলিয়া অঙ্গ হইতে আভরণ উন্মোচন করিয়া মন্থরাকে প্রদান করিলেন।

মন্থরা কৈকেয়ীর তাদৃশ ব্যবহার-দর্শনে ক্রোধে নিতান্ত

অধীর হইয়া উঠিল এবং প্রীতিদত্ত অলঙ্কার দূরে নিক্ষেপ করিয়া উত্তেজনা-বাক্যে কহিতে লাগিল, দেবি! তুমি যে দুস্তর দুঃখসাগরে মগ্নপ্রায় হইয়াছ, তাহা বুঝিতে পারিতেছ না? কপট, ধার্ম্মিক, মিথ্যা প্রিয়বাদী, তোমার ভর্ত্তা প্রবঞ্চনাগর্ভ প্রিয় বাক্যে তোমাকে বিমোহিত করিয়া সপত্নী কৌশল্যাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানে উদ্যত হইয়াছেন, তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ না? দুষ্টাশয় নরপতি ভরতকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত করিবার মানসে তাঁহাকে মাতুলালয়ে প্রেরণ করিয়াছেন, ইহা তোমার বোধগম্য হইতেছে না? তুমি রাজবংশে জন্মিয়া ও রাজমহিষী হইয়া নৃপচাতুর্য্য বুঝিতে পার না, আশ্চর্য্যের বিষয়! এইরূপে বারংবার ভৎর্সনা করিতে লাগিল।

স্ত্রীজাতির মন স্বভাবতঃ অতি লঘু ও লোভ মোহের নিতান্ত বশীভূত। বিশেষতঃ কেকয়নন্দিনী যৌবন কালে মহাতেজস্বী অষ্টাবক্রের অঙ্গবৈকল্য অবলোকন করিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। ঋষিরাজ কোপাবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই অভিশাপ প্রদান করেন, রে পাপীয়সি! তুই যেমন যৌবনমদে মত্ত হইয়া আমাকে পরিহাস করিলি, তেমনি তোর জগন্মণ্ডলে চিরস্থায়িনী অকীর্ত্তি হইবে। সেই অভিশাপবশতঃ কৈকেয়ীর দুর্ম্মতি ঘটিল। রামের রাজ্যাভিষেকের ব্যাঘাত করিলে যে বহুতর অনর্থ ও লোকে অকীর্ত্তি হইবে, শাপপ্রভাবে তাহা বিবেচনা করিতে পারিলেন না। সুতরাং তাঁহার মনে অভিষেক

ব্যাঘাত করিবার প্রবৃত্তি জন্মিল। তিনি মন্থরার প্রলোভন বাক্যে লোলুপ হইয়া বলিলেন, মন্থরে! মহারাজ রামকে প্রাণ অপেক্ষাও অধিক ভাল বাসেন, তিনি তাদৃশ প্রিয়পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করিবেন কেন?

কুটিলহৃদয়া মন্থরা কহিল, দেবি! আপনি সে নিমিত্ত চিন্তিত হইবেন না, মহারাজ যাহাতে রামকে নির্ব্বাসিত করিয়া ভরতকে রাজ্য প্রদান করেন, আমি সে উপায় বলিয়া দিতেছি। তদনুসারে কার্য্য করিলেই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

পূর্ব্বকালে শম্বর নামে অসুরের সহিত দেবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হয়। শম্বর সমরে সাতিশয় দুর্দ্ধর্ষ ছিল। সুরগণ স্বল্পকাল মধ্যেই তাহার নিকট পরাস্ত হইলেন। অনন্তর দেবরাজ রাজা দশরথের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। দশরথ সমরাঙ্গনে গমন করিয়া দুর্জ্জয় দানবকে পরাজয় করিলেন। কিন্তু স্বয়ং রণস্থলে অরিশর প্রহারে ক্ষতশরীর হইলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগত হইলে তুমি সাতিশয় যত্নসহকারে শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার ব্রণ বিরোপণ করিয়াছিলে। তন্নিমিত্ত তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে বরদ্বয় প্রদান করিতে উদ্যত হন। তৎকালে গ্রহণ না করিয়া এই কথা বলিয়াছিলে, যখন আমার ইচ্ছা হইবে, সেই সময়ে আমি বর গ্রহণ করিব। তিনি তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করেন। সেই বর গ্রহণের এই উত্তম

অবসর হইয়াছে। তুমি অঙ্গ হইতে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া মলিনবেশে ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়া থাক। রাজা তোমার তাদৃশ অবস্থা দর্শন করিয়া অবশ্যই দুঃখিত হইবেন এবং নানাবিধ প্রিয়বাক্য দ্বারা তোমাকে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি কিয়ৎক্ষণ তাঁহার সহিত বাক্যালাপ না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান করিও। পশ্চাৎ যখন তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া আগ্রহ পূর্ব্বক তোমাকে ভূমি হইতে তুলিয়া তাদৃশ আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন তুমি তাঁহার নিকটে সেই অঙ্গীকৃত বরদ্বয় প্রার্থনা করিয়া এক বর দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও অন্য দ্বারা রামের চতুর্দ্দশ বর্ষ বনবাস যাচ্ঞা করিবে। তিনি তোমার নিকট সত্যপাশে বদ্ধ আছেন, তোমার প্রার্থনা পরিপূরণে কদাপি পরাঙ্মুখ হইতে পারিবেন না।

কৈকেয়ী মন্থরার বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং তাহাকে সাধুবাদ করিয়া কহিলেন, মন্থরে! তুমি আমার যথার্থ হিতৈষিণী; তোমার তুল্য বুদ্ধিমতী আর দেখিতে পাই না। ভরত রাজ্যে অভিষিক্ত হইলে আমি তোমাকে নানাবিধ রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিব। এই বলিয়া অবিলম্বে ধরাতলে শয়ন করিয়া রহিলেন।

এই অবসরে রাজা দশরথ প্রিয়তনয় রামচন্দ্রের অভি-ষেক-সমাচার দ্বারা প্রিয়মহিষী কৈকেয়ীকে সন্তোষিত

করিবার মানসে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, প্রিয়তমা আলুলায়িতকেশা মলিনবেশা অনাথার ন্যায় ধরাশয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। তদ্দর্শনে তিনি নিতান্ত কাতর ও একান্ত অধৈর্য্য হইলেন। তাঁহার মনে মনে কত শঙ্কা ও কত ভাবনা উপস্থিত হইতে লাগিল। তিনি সুমধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়ে! তোমার এরূপ অবস্থা দেখিতেছি কেন? তুমি কি নিমিত্ত মলিন বেশে ও বিষণ্ণবদনে ভূমিতে শয়ন করিয়া আছ? তোমাকে কে কি বলিয়াছে? কে তোমার অপ্রিয় কর্ম্ম করিতে বাসনা করিয়াছে? কে বা তোমার প্রিয়বস্তু অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছে? কে বা তোমার অবমাননা করিতে সাহসী হইয়া জ্বলন্ত অনলশিখায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে? তুমি আমার রাজ্যলক্ষ্মী, আমি মনেও তোমার অপ্রিয় চিন্তা করি না। তোমার নিমিত্ত জলে নিমগ্ন হইতে পারি, অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইতে পারি এবং প্রাণও পরিত্যাগ করিতে পারি। আমি বিনয়বচনে বলিতেছি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমার বাক্য রক্ষা কর; রোষ পরিত্যাগ করিয়া ধরাতল হইতে উত্থিত হও। তোমার দুঃখ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। দুঃখের কারণ বলিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে পরিতৃপ্ত কর। আমি তোমার নিকট অঙ্গীকার করিতেছি, তুমি যা বলিবে, তাহাই করিব। কেকয়নন্দিনী রাজার এইরূপ কাতরতা দর্শনে ভূমি হইতে উত্থিত হইয়া কহিলেন,

নাথ! কেহ আমার অপকার বা অবমাননা করে নাই। আমার একটী প্রার্থনা আছে, যদি আপনি সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন অঙ্গীকার করেন, তাহা হইলে আপনকার অগ্রে অভিপ্রায় ব্যক্ত করি।

রাজা কৈকেয়ীর অসদভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া বলিলেন, প্রিয়ে! তাহার আশ্চর্য্য কি; তোমার কি প্রার্থনা আমাকে বল। আমি অবশ্যই তাহা সম্পন্ন করিব।

তখন সেই পাপীয়সী হৃষ্ট হইয়া কহিল, মহারাজ! আপনি পূর্ব্বে আমাকে বরদ্বয় দিবেন, অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করুন। আপনি ভরতকে রাজ্য প্রদান করেন এবং রামকে চতুর্দ্দশবর্ষের নিমিত্ত বনবাস দেন এই আমার প্রার্থনা।

ভূপতি এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র শরসংবিদ্ধ কুরঙ্গের ন্যায় বিচেতন হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল; তখন তিনি আরক্তনয়ন হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক কৈকেয়ীকে কহিলেন, হা নৃশংসে! তোমার মনে মনে এই অভিসন্ধি ছিল যে, রামকে বনবাস দিয়া ভরতকে রাজা করিবে? রাজ্যার্হ সর্ব্বগুণাকর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম বিদ্যমানে কি রূপে ভরতের রাজ্যাধিকার হইবে? তুমি কোন্ দুরাত্মার মন্ত্রণা শুনিয়াছ? কে তোমাকে এ দুর্ম্মতি দিয়াছে? রাম তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছে, আর আমিই বা

তোমার কি অপকার করিয়াছি? যে ধর্ম্মাত্মা রাম জননীর ন্যায় তোমাতে ভক্তিপরায়ণ, ও তোমার একান্ত বশম্বদ, তুমি কেমন করিয়া তাঁহার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইলে। হায়! আমি অজ্ঞানবশতঃ রাজকন্যাভ্রমে কালসর্পীকে গৃহে প্রবেশিত করিয়াছি। মানবমণ্ডলী যে রামের সর্ব্বদা গুণগান করিয়া থাকে, আমি কি দোষে তাহাকে পরিত্যাগ করিব? যখন রাজগণ আমাকে শ্রীরামের কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব? কেমন করিয়াই বা তাঁহাদিগের নিকট মুখ দেখাইব? আমি জীবন পর্য্যন্ত সমস্ত পরিত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু রামকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তুমি জলেই নিমগ্ন হও, অনলেই প্রবিষ্ট হও, আর আত্মহত্যা কর আমি কোন রূপে রামকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না। তুমি আর যে প্রার্থনা করিবে, তাহা পূর্ণ করিব, অঙ্গীকার করিতেছি। কৈকেয়ি! আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি এ অনর্থকারিণী পাপবুদ্ধি পরিত্যাগ কর।

পাপনিশ্চয়া কৈকেয়ী কিছুতেই সেই অসদভিসন্ধি পরিত্যাগ করিলেন না। বরং পরুষবচনে কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! লোকে আপনাকে সত্যবাদী, দৃঢ়ব্রত ও ধার্ম্মিক বলিয়া জানে। কিন্তু আপনি আমাকে বরপ্রদানের অঙ্গীকার করিয়া এক্ষণে ইতরজনের ন্যায় অনুতপ্ত ও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গে উদ্যত হইতেছেন? আপনার

সত্যবাদিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা কোথায় রহিল। সৎপুরুষেরা প্রাণান্তেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেন না। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ভয়ে ধর্ম্মাত্মা নৃপবর শিবি কপোতকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আপনার গাত্রমাংস শ্যেনপক্ষীকে প্রদান করিয়াছিলেন, আর মহাত্মা রাজর্ষি অলর্ক স্বয়ং নেত্রদ্বয় উৎপাটন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু আপনি অবলীলাক্রমে প্রতিজ্ঞাভঙ্গে উদ্যত হইলেন। আপনি কিরূপে লোকসমাজে সত্যপ্রতিজ্ঞ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন, বলিতে পারি না।

রাজা পাপীয়সী কৈকেয়ীর নিষ্ঠুর বচনে ব্যথিতহৃদয় ও রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, দুরাচারিণি! আমি পরলোক গমন করিলেও প্রিয়তনয় রাম বনপ্রয়াণ করিলেই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। হা রাম! হা ধর্ম্মাত্মন্! হা গুরুবৎসল! তুমি কেন এ হতভাগ্য পামরের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে। হা প্রিয়ংবদে কৌশল্যে! তুমি বঞ্চিত হইলে। হা পুরবাসিগণ! তোমরা অনাথ হইলে। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

রজনী প্রভাত হইল। রাজভবনে অভিষেকের আয়োজন হইতে লাগিল। পুরবাসীরা স্বর্ণাসন, কনক কুম্ভ, শ্বেত ছত্র, সুচারু চামর, সুগন্ধ মাল্য ও চন্দনাদি দ্রব্যসামগ্রী আহরণ করিতে লাগিল। নানাতীর্থের জল সমাহৃত হইল। মন্ত্রী, পুরোহিত ও ঋত্বিক্‌গণ আসিয়া তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। রাজদর্শনার্থী নৃপগণ

নানা দিগ্‌দেশ হইতে সমাগত হইতে লাগিলেন। বাদ্যকরেরা বাদ্য, গায়কেরা গান এবং নর্ত্তকেরা নৃত্য করিতে লাগিল। আনন্দের পরিসীমা রহিল না। সকলেই রাজার আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। দিবাকর উদিত হইল, তথাপি রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইলেন না। মন্ত্রিবর সুমন্ত্র অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক কৈকেয়ীর গৃহদ্বারে উপনীত হইয়া বলিলেন, মহারাজ! শর্ব্বরী প্রভাত হইয়াছে, গাত্রোত্থান করুন। মন্ত্রী পুরোহিত ও রাজগণ আপনকার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আপনি সভাস্থ হইয়া অভিষেকক্রিয়া সম্পাদনে তৎপর হউন।

সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজার শোকসাগর দ্বিগুণতর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ পূর্ব্বক সুমন্ত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আমি অসুখিত হইয়াছি। রামকে দেখিবার নিমিত্ত আমার অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। তুমি একবার তাঁহাকে আমার নিকট আনয়ন কর।

সুমন্ত্র মহীপতির আজ্ঞামাত্র সত্বর রামের নিকট গমন করিয়া বলিলেন, নৃপকুমার! রাজা ও রাজ্ঞী কৈকেয়ী আপনাকে দেখিবার মানস করিতেছেন, আপনি তথায় গমন করিয়া তাঁহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করুন।

রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া প্রীতিবচনে কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অগ্রসর হও, আমি পশ্চাৎ যাই-

তেছি। ইহা বলিয়া সুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন। অনন্তর প্রিয়তমা জনকনন্দিনীকে বলিলেন, প্রিয়ে! বোধ করি, প্রিয়কারিণী মাতা কৈকেয়ী আমার অভিষেকের নিমিত্ত রাজাকে ব্যস্ত করিয়াছেন, অথবা নির্জ্জনে কোন গূঢ় কথা বলিবার জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যাহা হউক, শীঘ্র যাওয়া কর্ত্তব্য। এই বলিয়া অবিলম্বে পিতৃসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, রাজা বিষণ্ণ বদনে ও চিন্তাকুলচিত্তে কৈকেয়ীর সহিত একাসনে বসিয়া আছেন। প্রথমে শ্রীরাম পিতার চরণে প্রণাম করিয়া পশ্চাৎ কৈকেয়ীর পদতলে প্রণত হইলেন।

নরপতি পুত্রকে সমাগত দেখিয়া হা রাম! এই শব্দ মাত্র উচ্চারণ করিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। কিরূপে প্রিয়-পুত্রকে বন গমনে অনুমতি করিবেন, এই চিন্তায় তাঁহার মন নিতান্ত পর্য্যাকুল হইল তিনি আর কিছুই সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না।

রামচন্দ্র পিতার সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব বিষণ্ণভাব ও দুঃসহ শোকচিহ্ন নিরীক্ষণ করিয়া একান্ত ব্যথিতহৃদয় ও নিতান্ত শঙ্কাকুল হইয়া কৈকেয়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাতঃ! অন্য দিন পিতা আমাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হন, অদ্য এরূপ বিষণ্ণ হইয়া রহিলেন কেন? আমি কি অজ্ঞান-বশতঃ পিতার নিকট কোন অপরাধ করিয়াছি, অথবা উহাঁর কোন পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, আপনি যথার্থ করিয়া বলুন।

কৈকেয়ী উত্তর করিলেন, পুত্র! রাজার কোন শারীরিক পীড়া হয় নাই এবং তুমিও কোন অপরাধ কর নাই। উহাঁর একটি মনোগত অভিপ্রায় আছে, লজ্জাপ্রযুক্ত তোমার অগ্রে ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। এই হেতু এরূপ বিষণ্ণভাবে অবস্থান করিতেছেন। রাজা তোমাকে যে আজ্ঞা করিবেন তুমি নির্ব্বিকারচিত্তে তাহা প্রতিপালন করিবে, যদি এরূপ অঙ্গীকার কর, তাহা হইলে আমি নৃপতির সেই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া তোমার চিত্তের উদ্বেগ শান্তি করিতে পারি।

রামচন্দ্র আজ্ঞালঙ্ঘনের কথা শুনিয়া দুঃখিতমনে বলিলেন, মাতঃ! আপনি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? পিতা আজ্ঞা করিলে আমি হুতাশনে প্রবিষ্ট ও সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে পারি। পিতা আমার প্রতি কি অনুমতি করিবার মানস করিয়াছেন, আপনি বলিয়া আমার চঞ্চলচিত্তকে সুস্থির করুন।

কৈকেয়ী রাজ্যলোভে এমনি হতবুদ্ধি হইয়াছিলেন যে, লজ্জা ও ভয় এককালে তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। তিনি অম্লানবদনে বলিলেন, পুত্র! পূর্ব্বে মহারাজ আমার শুশ্রূষায় প্রীত হইয়া আমাকে দুই বর দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। এক্ষণে আমি সেই বরদ্বয় দ্বারা ভরতের রাজ্যাভিষেক ও তোমার চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিয়াছি। যদি পিতার অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ না হও এবং তাঁহাকে নিরয়-

গামী করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা হয়, তাহা হইলে জটাচীর-ধারী হইয়া অরণ্যে গমন কর।

মহামতি রাম ক্রূরহৃদয়া কৈকেয়ীর নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়াও ক্ষুব্ধ হইলেন না। তাঁহার মুখারবিন্দে মালিন্য বা বিষণ্ণতার লেশমাত্রও লক্ষিত হইল না। তিনি তাঁহার বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া বিনয়বচনে কহিলেন, মাতঃ! পিতা মাতা পরম গুরু; তাঁহাদিগের আজ্ঞা অবিচারণীয়; পিতা আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহার পর সৌভাগ্যের বিষয় কি আছে। অদ্য পিতৃ-আজ্ঞালাভে আমি চরিতার্থ হইলাম।

কৈকেয়ী রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়া বলিলেন, পুত্র! তুমি গৃহ হইতে বহির্গত না হইলে মহারাজ স্নান ভোজনাদি করিবেন না। অতএব তুমি অবিলম্বে অরণ্যে গমন কর।

শ্রীরাম বলিলেন মাতঃ! আপনি ব্যস্ত হইতেছেন কেন? আমি অরণ্য-গমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি, আপনি ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন। আমি একবার জনকনন্দিনীকে বলিয়া ও মাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসি। এই বলিয়া, পিতার ও তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া জননীর নিকটে গমন করিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মাতা সংযত হইয়া নির্ব্বিঘ্নে তাঁহার শুভাভিষেক নির্ব্বাহ হয়, এই মানসে দেবগণের আরাধনা করিতেছেন। তদ্দর্শনে তাঁহার মনে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিল।

তিনি মনে মনে কহিতে লাগিলেন, মাতা বড় আশা করিয়া স্থিরচিত্তে আমার শুভানুধ্যান করিতেছেন; কিন্তু জানিতে পারেন নাই যে, বিধি বাম হইয়া তাঁহার সেই আশালতার উন্মূলনে উদ্যত হইয়াছেন! এইরূপ চিন্তা করিয়া বিনীতভাবে মাতৃচরণে প্রণাম করিলেন।

কৌশল্যা পুত্রের মুখারবিন্দ অবলোকন করিয়া আনন্দিত মনে তাঁহাকে মণিময় আসনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন এবং বাৎসল্যভাবে বলিলেন, বৎস! মহারাজ অদ্যই তোমাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন। তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া এই সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হও। কুলোচিত ধর্ম্মরক্ষায় ও প্রজাপালনে যত্নবান্ হইয়া ভূমণ্ডলে সুবিমল কীর্ত্তি বিস্তার কর। আমি দেখিয়া জীবন সার্থক করি।

রাম মাতার স্নেহময় বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, জননি! আপনি আর আমার রাজ্যাভিষেকের বাসনা করিতেছেন কেন? রাজা মধ্যমা মাতার নিকটে সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া আমাকে চতুর্দ্দশবর্ষ অরণ্যবাসের আদেশ এবং ভরতের প্রতি সমস্ত রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছেন। আমি আর এই রাজযোগ্য আসনে উপবেশনের অধিকারী নহি। এক্ষণে আমাকে জটাচীরধারী হইয়া কুশাসন ও কমণ্ডলু অবলম্বন করিতে হইবে। বন্য ফল মূল ভক্ষণ করিয়া মুনির ন্যায় অরণ্যে কাল যাপন করিতে হইবে। এই কথা শ্রবণমাত্র কৌশল্যার মস্তকে যেন অকস্মাৎ

বজ্রপাত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ বিচেতন হইয়া ক্ষিতি-তলে পতিত হইলেন। রাম মাতাকে ধরাতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত দেখিয়া দুঃখিত মনে ও সাশ্রুলোচনে নানাবিধ প্রবোধবাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন তিনি কাতর স্বরে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! হা রাম! তুমি কেবল আমার দুঃখের নিমিত্তই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? যদি তুমি আমার গর্ব্ভে জন্ম গ্রহণ না করিতে, তাহা হইলে আমি কেবল অনপত্যতাজন্য দুঃখ অনুভব করিতাম, ঈদৃশ দুঃখানলে দগ্ধ হইতাম না। হা বিধাতঃ! তুমি আমাকে অমূল্য রত্ন প্রদান করিয়া সেই রত্নভোগে বঞ্চিত করিলে কেন? আমি তোমার নিকট কি অপরাধ করিয়াছি? হায়! আমি চিরকালই সপত্নীজনের দুঃসহ বাক্যযন্ত্রণা সহ্য করিতে রহিলাম। অবলাজাতির সপত্নী-গঞ্জনা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখ কি আছে। হা রাম! আমি তোমার মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিয়া সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হই। তুমি অরণ্যগামী হইলে আমি আর কাহার মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া সন্তাপিত হৃদয় শীতল করিব? কি সুখেই বা প্রাণ ধারণ করিয়া থাকিব? আমি তোমাকে নিশ্চয় বলিতেছি, তুমি বনগমন করিলেই আমি জীবন পরিত্যাগ করিব।

রামচন্দ্র মাতার কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া দুঃখিত মনে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। লক্ষ্মণ কৌশল্যার দুঃখে অতি

কাতর ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! স্ত্রীজনের কথায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় করা বিধেয় নহে। নরপতি বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিহীন ও কৈকেয়ীর একান্ত বশতাপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার অসঙ্গত আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলে রাজধর্ম্ম রক্ষা হয় না। করস্থিত রাজ্যলক্ষ্মী ইচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করা ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম নয়। আপনি সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ও গুণবান্; রাজা কি কারণে আপনাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। যাহা হউক, আপনি বিদ্যমানে অন্যে প্রভুত্ব করিবে, ইহা কোন ক্রমেই আমার সহ্য হইবে না। আমার এই পরিঘতুল্য দীর্ঘ বাহুযুগল শরীরসৌষ্ঠবের নিমিত্ত নহে। শত্রুভীষণ শরাসন, সুতীক্ষ্ণ শর ও করাল করবাল শোভার নিমিত্তও ধারণ করি নাই। আমি এই বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত খড়্গ গ্রহণ করিলে ইন্দ্রও ভয়ে আমার সম্মুখীন হইতে পারেন না। আমি নিমেষ মধ্যে ধরাতল রসাতলগত করিতে পারি। আপনি আমাকে অনুমতি করুন। রাজ্য মধ্যে বনবাসবৃত্তান্ত প্রচার না হইতেই আমি রাজ্য স্ববশে আনয়ন করি।

শোকাতুরা কৌশল্যা লক্ষ্মণের বাক্যে কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া রামকে বলিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ উত্তম কথা কহিতেছেন। তুমি উঁহার বাক্য অনুসারে কার্য্য কর। তুমি যদি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যবাস আশ্রয় কর, আমার সপত্নীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তাহার মনো-

রথ পূর্ণ করিয়া আমাকে চিরদুঃখিনী করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। পিতা মাতার শুশ্রূষাই পুত্রের পরম ধর্ম্ম। পিতাও যেরূপ পূজনীয়, মাতাও সেইরূপ। পিতার আজ্ঞালঙ্ঘনে যাদৃশ পাপ জন্মে, মাতার বাক্য রক্ষা না করিলে তাদৃশ পাপ হইতে পারে। বরং গর্ব্ভে ধারণ ও পোষণ হেতু মাতা, পিতা অপেক্ষা অধিক গৌরবান্বিত। তোমার পিতা তোমাকে বনগমনের আদেশ করিয়াছেন, আমিও তোমাকে গৃহে অবস্থান করিতে অনুমতি করিতেছি। তুমি কিরূপে আমার আজ্ঞা অবহেলন করিয়া অরণ্যে গমন করিবে। অতএব তুমি আমার বাক্য রক্ষা করিয়া বনবাসবাসনা পরিত্যাগ কর।

রাম মাতৃবাক্য শ্রবণ করিয়া, বিনয় বচনে বলিলেন, মাতঃ! পিতা মাতার বাক্য লঙ্ঘন করা, অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া রঘুকুল কলঙ্কিত করা, ও পূর্ব্বাচরিত পথ পরিত্যাগ করা রঘুবংশীয়দিগের কর্ত্তব্য নহে। আর আপনিও বলিলেন, পিতা মাতার বাক্য অবহেলন করিলে পাপী হইতে হয়। পূর্ব্বে পিতা আমাকে বনগমনের আদেশ করিয়াছেন। এক্ষণে কিরূপে তাঁহার বাক্যের অন্যথাচরণ করিব। অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পিতৃসত্য প্রতিপালনে অনুজ্ঞা করুন।

জননীকে এইরূপ অনুনয় করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি তোমার স্নেহ, বল, বিক্রম ও প্রতাপ সকলই অবগত আছি এবং মাতা যে দুস্তর দুঃখসাগরে

নিমগ্ন হইবেন, তাহাও জানিতে পারিতেছি। কিন্তু কি করিব, উপায় নাই। পিতার নিকটে, বন গমন করিব এই সত্য করিয়া আসিয়াছি। পিতাও মধ্যমা মাতার নিকট সত্যপাশে বদ্ধ হইয়াছেন। অতএব সেই সত্য প্রতি-পালনে পরাঙ্মুখ হইয়া অকিঞ্চিৎকর রাজ্য ভোগের নিমিত্ত স্বয়ং অধর্ম্মভাগী হওয়া এবং পিতাকে নিরয়গামী করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তুমি ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া বীরত্ব প্রকাশে উদ্যত হইয়াছ। কিন্তু বীরপুরুষেরা প্রাণান্তেও ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করেন না। অতএব তুমি আমার বাক্য রক্ষা কর। ক্ষত্রিয়সুলভ উগ্রভাব পবিত্যাগ করিয়া পরম গুরু পিতা ও মাতৃগণের শুশ্রূষায় নিরন্তর রত হও। আমাকে যেরূপ শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়া থাক, মহাত্মা ভরতকেও সেইরূপ কব। আমি অরণ্যবাসী হইয়া পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করি।

ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ রামের বাক্য শ্রবণে লজ্জিত ও নিরুত্তর হইয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদন হইয়া রহিলেন। পরে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! আমি আপনাকে পরি-ত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারিব না। আমি আপনকার সমভিব্যাহারে গমন করিব। আপনি অনু-কম্পা করিয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। আমি কিঙ্করের ন্যায় বন্য ফলমূলাদি আহরণ করিয়া আপনার সেবা করিব। শ্রীরাম লক্ষ্মণের অনুনয় বাক্যে প্রীত হইয়া আপন সমভিব্যাহারে গমন করিতে অনুমতি করিলেন।

কৌশল্যা তাঁহাদিগকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার বলিলেন, হা রাম! তুমি আমার বহু যত্নের ধন। আমি দুষ্কর ব্রত, কত যত্ন ও কত ক্লেশ করিয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মনে মনে কত আশা করিয়াছি যে, রাম হইতে আমি পরম সুখী হইব, আমার সকল দুঃখ দূর হইবে। এক্ষণে আমার সে আশালতা উন্মূলিতা হইল। হা বিধাতঃ! আমি চিরাকাঙ্ক্ষিত ও চিরবর্দ্ধিত ফলোন্মুখ পাদপের ফলভোগে বঞ্চিত হইলাম। হা রঘুনন্দন! আমি ক্ষণমাত্র তোমাকে না দেখিলে থাকিতে পারি না, তোমাকে বনবাসে বিদায় দিয়া কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। কে আর আমাকে মা বলিয়া সুধাময় বাক্যে সম্বোধন করিবে? কাহার মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়াই বা সুস্থির হইব? ভরতকে রাজ্য প্রদান করিবার নিমিত্ত তোমাকে বনবাস দিবার আবশ্যকতা কি? আমি তোমার রাজ্য প্রার্থনা করি না, ভরত রাজা হইয়া স্বচ্ছন্দে সুখ সম্ভোগ করুক। তুমি আমার নিকটে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া কালযাপন করিলেও আমি সুখী হইব। আমার বাক্য রক্ষা কর, চিরদুঃখিনী জননীকে অপার দুঃখ সাগরে নিক্ষেপ করিও না। আর যদি একান্তই বনগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাক, আমাকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চল।

রাম বিলপমানা জননীকে বনগমনে উদ্যত দেখিয়া পুনরায় প্রবোধ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, মাতঃ! আপনি

বুদ্ধিমতী হইয়া এরূপ আজ্ঞা করিতেছেন কেন? রাজা আপনকার এবং আমার উভয়েরই প্রভু। বিশেষতঃ সীমন্তিনীগণের পতিই নিয়ন্তা, পতিই পরম গুরু, পতিই পরম দেবতাস্বরূপ; পতির অনুমতি ভিন্ন তাঁহারা কোন কার্য্যে অধিকারিণী হইতে পারেন না। যে নারী পতির অনভিমত কার্য্য করেন, তিনি উভয় লোকেই নিন্দনীয় ও ঘৃণাস্পদ হন। আপনি রাজার অনুমতি ভিন্ন কিরূপে বনগমন করিবেন। আমিও পিতার অধীন, তাঁহার অনুজ্ঞা ব্যতিরেকে কিরূপে আপনাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইব। আপনি বনগমন করিলে আমার শোকার্ত্ত বৃদ্ধ পিতাকে কে যত্ন করিবে? কেবা তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? অতএব আপনি এ বাসনা পরিত্যাগ করুন। আর আমি কৃতাঞ্জলিপুটে এই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার বিয়োগ দুঃখে কাতর হইয়া পিতার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা অবজ্ঞা করিবেন না। রোষপরবশ হইয়া মাতা কৈকেয়ী ও ভরতকে দুর্ব্বাক্য বলিয়া মনস্তাপ দিবেন না। পূর্ব্বে তাঁহাদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ করিতেন, এক্ষণেও সেইরূপ করিবেন। কৌশল্যা বনগমনে রামের সাতিশয় নির্ব্বন্ধ দেখিয়া অগত্যা সম্মত হইলেন এবং মস্তকাঘ্রাণ ও মুখচুম্বন করিয়া বাষ্পপূর্ণ নয়নে বলিলেন, বৎস! তুমি যদি একান্তই পিতৃসত্য প্রতিপালনার্থ অরণ্য-গমনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া থাক, গমন কর। বন দেবতারা সেই অরণ্যানী মধ্যে তোমাকে রক্ষা করিবেন

দেখ, যেন চিরদুঃখিনী জননীকে বিস্মৃত হইয়া রহিও না। আমি পতিশুশ্রূষায় রত হইয়া তোমার আগমন প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম।

রামচন্দ্র জননীকে প্রণাম করিয়া লক্ষ্মণের সহিত জনক-নন্দিনীর নিকট গমন করিলেন। জনকাত্মজা স্বামীকে সমাগত দেখিয়া প্রীতিপ্রফুল্লচিত্তে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া উপবেশনার্থ আসন প্রদান করিলেন। শ্রীরাম আসনে উপবিষ্ট হইলে জানকী তাঁহার আন্তরিক বিমর্ষ-ভাব বুঝিতে পারিয়া নিবেদন করিলেন, নাথ! অদ্য আপ-নার অভিষেক মহোৎসবের দিন; কিন্তু আপনাকে বিষণ্ণ দেখিতেছি, এবং ছত্র, চামর, অনুযায়ী কিঙ্করগণ ও রাজ-যোগ্য বেশভূষা কিছুই দেখিতেছি না, ইহার কারণ কি? আপনাকে এরূপ দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় আকুল হইতেছে।

রাম উত্তর করিলেন, প্রিয়ে! আর আমার রাজ্যাভি-ষেকের আশা করিতেছ কেন? আমি এ রাজ্যের অধিকারী না হইয়া অরণ্যরাজ্যের অধিকারী হইয়াছি। পিতা পূর্ব্বে মাতা কৈকেয়ীকে দুই বর প্রদান করিবেন, এই সত্য করি-য়াছিলেন। এক্ষণে কৈকেয়ী আমার রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা শ্রবণে ক্ষুব্ধ হইয়া রাজার নিকট নিজ তনয়ের রাজ্যা-ভিষেক ও আমার অরণ্যবাস প্রার্থনা করিয়াছেন। রাজা সত্যসন্ধ; সুতরাং সত্য রক্ষার নিমিত্ত ভরতকে রাজ্য দান ও আমাকে অরণ্যবাসের অনুমতি করিয়াছেন। আর

আমার অন্য রাজযোগ্য বেশভূষার প্রয়োজন নাই, অনু-যায়ী কিঙ্করগণেরও আবশ্যকতা নাই। এক্ষণে জটা-বল্কলই আমার রাজবেশ, কুশভূমিই আমার সিংহাসন, মেঘমণ্ডলীই আমার রাজছত্র, অরণ্যচারীরাই আমার অনুচর। আমি পিতার আজ্ঞানুসারে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যরাজ্যে অবস্থিতি করিব এবং বন্য তরুগণের নিকট কর স্বরূপ ফল মূলাদি গ্রহণ করিয়া কাল যাপন করিব। তুমি আমার জনক জননীর বশবর্ত্তিনী হইয়া ভক্তিসহ-কারে তাঁহাদিগের শুশ্রূষায় মনোনিবেশ কর। আমার বিয়োগ জন্য কাতর হইও না। আমি অদ্যই অরণ্যে গমন করিব।

এই দারুণ বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র মৈথিলীর হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি বাষ্পাকুলকণ্ঠে ও দীন বচনে বলিলেন, নাথ! অবলা জাতি অনন্যগতি, পতিভিন্ন তাহাদিগের আর গতি নাই। সুখ সৌভাগ্য সকলই পতির আয়ত্ত। আপনি বনবাসী হইলে আমি কি সুখে প্রাণ ধারণ করিব? কি বলিয়াই বা মনকে প্রবোধ দিব? আমি আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্র জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। আপনি কৃপা করিয়া আমাকে সমভি-ব্যাহারে লইয়া চলুন।

রঘুতনয় প্রিয়তমাকে বনবাসোদ্যত দেখিয়া প্রবোধ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! তুমি কুলকামিনী; সূর্য্যও তোমার মুখ দেখিতে পান না। আমি কিরূপে

তোমাকে বনগমনে অনুমতি করি। বনবাস কেবল দুঃখের আবাস; তথায় পর্ণশালায় বাস, তৃণশয্যায় শয়ন, বৃক্ষের বল্কল পরিধান, ও কটু কষায়িত ফলমূলাদি আহার করিয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করিতে হয়। সে স্থলে প্রতিবেশী নাই, যে দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করা যায়, তরুশ্রেণী বিনা আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। পথ অতি দুর্গম ও কুশকণ্টকে পরিপূর্ণ। মনুষ্যমাত্রের সমাগম নাই। চারি দিকে সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। মহাভীষণ ভুজঙ্গমগণ অবিরত গর্জ্জন করিতেছে। মধ্যে মধ্যে দুস্তর সরিৎ ও দুরারোহ গিরি অতিক্রম করিতে হয়। তুমি রাজনন্দিনী; তোমার শরীর অতি কোমল, চিরকাল সুখসম্ভোগে কাল যাপন করিয়াছ। কখন দুঃখের মুখ দেখিতে হয় নাই। তুমি কিরূপে এরূপ দুঃসহ অরণ্যবাস ক্লেশ সহনে সমর্থ হইবে? অতএব আমি বলিতেছি, তুমি বনবাস বাসনা পরিত্যাগ কর।

পতিপরায়ণা জানকী ভর্ত্তৃবাক্য শ্রবণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ অধোবদনে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। অনন্তর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া গদ্গদবচনে বলিলেন, নাথ! আপনি যে যে কথা কহিলেন, সকলই যথার্থ। কিন্তু আপনকার বিরহব্যথা আমার অতিশয় অসহ্য। আমি কোনরূপেই আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। পতির বিরহানলে দগ্ধ হইয়া সুরম্য

হর্ম্মে বাস সুখসেব্য বস্তুর উপভোগ দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন, সুদৃশ্য বস্ত্র পরিধান করা অপেক্ষা পতিপরায়ণা রমণীর ভর্ত্তৃসন্নিধানে অবস্থান করিয়া দিনান্তে শাকান্ন ভোজনও অধিকতর তৃপ্তিকর, পর্ণকুটীরে বাসও প্রীতিজনক, কুশাস্তৃত শয্যা ও চীরবল্কল পরিধানও সুখস্পর্শ বোধ হয়; অতএব আপনকার সন্নিধানে অবস্থান করিয়া যদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও আমার শ্লাঘনীয়। আপনি আমাকে বিড়ম্বনা করিবেন না। আমাকে বনগমনে অনুমতি করুন। এই বলিয়া প্রিয়তমের পদতলে নিপতিত হইয়া কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাম প্রিয়তমার বিলাপ ও কাতর বচন শ্রবণে দয়ার্দ্র হইয়া বলিলেন, প্রিয়ে! বনগমনে তোমার যথেষ্ট কষ্ট হইবে বলিয়া আমি নিষেধ করিতেছিলাম। কিন্তু যে কষ্টের ভয়ে বারণ করিতেছি, গৃহে থাকিয়া যদি তদপেক্ষাও তোমার অধিকতর কষ্ট ভোগ হয়, তাহা হইলে গৃহে থাকিবার আবশ্যকতা কি? তুমি গুরুজনের অনুজ্ঞা লইয়া আমার সমভিব্যাহারে আগমন কর। সীতা স্বামীর অনুমতি লাভে কৃতার্থ হইয়া ভূমি হইতে উত্থিতা হইলেন।

শ্রীরাম মৈথিলীকে এইরূপ অনুমতি প্রদান করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! জনকাত্মজাও বনগমনে উদ্যত হইয়াছেন। যদি আমরা সকলেই অরণ্যে গমন করিব,

তাহা হইলে কে আর বৃদ্ধ পিতা মাতার সেবা করিবে! কে বা তাঁহাদিগের দুঃখে কাতর হইয়া যত্ন করিবে! অতএব তুমি গৃহে থাকিয়া তাঁহাদিগের সেবা কর। লক্ষ্মণ ভ্রাতার বাক্য শ্রবণে সাতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন, মহাশয়! আপনি প্রথমে বনগমনের অনুমতি করিয়া এক্ষণে আবার নিগ্রহ করিতেছেন কেন? পিতা মাতার শুশ্রূষার নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না। মহাত্মা ভরত তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভক্তি শ্রদ্ধা করিবেন। আপনি আমাকে বনগমনে নিষেধ করিবেন না।

লক্ষ্মণের কাতর ভাব অবলোকন করিয়া রাম বলিলেন, ভ্রাতঃ! মাতা কৈকেয়ী অদ্যই অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগমনের আদেশ করিয়াছেন। যদি একান্তই আমার সহিত গমন করিবে, সত্বর তোমার অমিত্রভীষণ শরাসন, অক্ষয় তূণীর, অভেদ্য তনুত্রাণ ও করাল করবাল গ্রহণ কর। আর গুরুগৃহে আমার দিব্য ধনু আছে, তাহা আনয়ন কর। লক্ষ্মণ অবিলম্বে তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন। রাম ভ্রাতার স্নেহ, ভক্তি ও ক্ষিপ্রকারিতা দর্শনে প্রীত হইয়া পুনরায় আদেশ করিলেন, ভ্রাতঃ! আমি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিব, সঙ্কল্প করিয়াছি। তুমি শীঘ্র মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের পুত্র সুযজ্ঞ দেবকে আনয়ন কর। তিনি আমার পরম মিত্র; তাঁহাকে অগ্রে দান করিয়া পশ্চাৎ সঙ্কল্পিত অর্থ অন্য ব্রাহ্মণসাৎ করিব। লক্ষ্মণ তাঁহার আজ্ঞামাত্র ঋষিকুমার

সুযজ্ঞ দেবের ভবনে উপস্থিত হইয়া আপনার আগমন প্রয়োজন ব্যক্ত ক'রলেন। সুযজ্ঞ দেব তৎকালে অগ্নি-গৃহে আসীন হইয়া ধ্যানাসক্ত ছিলেন। তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে রামের নিকটে আগমন করিলেন।

সুযজ্ঞ দেব আগত হইলে পর রাম জনকাত্মজার সহিত একত্র হইয়া তাঁহাকে স্বর্ণকুণ্ডল, কনককেয়ূর, মণিময় হার প্রভৃতি বহুমূল্য অলঙ্কার ও বিপুল অর্থরাশি প্রদান করিয়া তাঁহার প্রীতি সংবিধান করিলেন। পশ্চাৎ উপস্থিত দীন দরিদ্র অনাথদিগকে প্রার্থনাধিক ধন দান করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত অনুমতি গ্রহণার্থ পিতার নিকট গমন করিলেন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনাবধি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল রামের মনোহর মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত বাষ্পবারি বিনির্গত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছিল। মুখমণ্ডল তাম্রবর্ণ ও নয়নদ্বয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল। সুমন্ত্র নিকটে উপবিষ্ট ছিলেন, দূর হইতে রামকে আগমন করিতে দেখিয়া রাজাকে সম্বোধন করিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ! রামচন্দ্র আপনকার শ্রীচরণ দর্শনার্থ সীতা ও সৌমিত্রির সহিত আগমন করিতেছেন।

রাজা সুমন্ত্রের মুখে এই কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি একবার অন্তঃপুরে

সংবাদ দেও; সকলে একত্র হইয়া শ্রীরামকে দর্শন করি। সুমন্ত্র তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা সম্পাদন করিবেন। কৌশল্যা সুমিত্রা প্রভৃতি পুরনারীগণ সমাচার পাইবামাত্র রাজসন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা রামকে বনগমনে কৃতনিশ্চয় ও উদ্যত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে নিপতিত হইলেন।

রাম ভীত হইয়া চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণের পর তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন। তখন তিনি কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, পিতঃ! মধ্যমা মাতা আমাকে অরণ্যগমনে ত্বরা দিয়াছেন। আমি সজ্জিত হইয়া আপনার অনুমতি গ্রহণার্থ আগমন করিয়াছি। আর লক্ষ্মণ ও সীতা ইহাঁরাও আমার সহিত বনগমনে কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। আমি ইহাঁদিগকে বিশেষরূপে নিষেধ করিয়াছিলাম কোন ক্রমেই ইহাঁরা নিবৃত্ত হইলেন না। অতএব আপনি ইহাঁদিগকে অরণ্যগমনে অনুজ্ঞা করুন।

রাজা অনুজ্ঞাকাংক্ষী তনয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া করুণস্বরে বলিলেন, বৎস! আমি মোহহেতু পাপীয়সী কৈকেয়ীর বাক্যে প্রতারিত হইয়া অকারণ তোমাকে বনবাসী করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার তুল্য দুরাত্মা ও নরাধম আর নাই। তুমি এ নরাধমের বাক্যে এই বিশাল রাজ্য ও অপরিসীম ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া সুখ-সম্ভোগে

বঞ্চিত হইও না। আমি বলিতেছি তুমি বনবাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ং সিংহাসনে অধিরূঢ় হও।

ধর্ম্মবৎসল রাম শোকার্ত্ত পিতাকে সত্যভঙ্গে উদ্যত দেখিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, পিতঃ! আপনি আমাদিগের প্রভু, ভর্ত্তা ও পরম গুরু। আমি এই অকিঞ্চিৎকর সুখ সম্ভোগের বাসনায় আপনাকে পাপপঙ্কে পতিত করিতে অভিলাষ করি না। আপনি আমাকে বনগমনে অনুমতি প্রদান করিয়া চিরাচরিত সত্যব্রত রক্ষা করুন।

নৃপতি শ্রীরামের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, বৎস! যদি একান্তই আমার সত্যব্রত রক্ষার নিমিত্ত বন গমন করিবে স্থির করিয়াছ, অদ্য রজনী এস্থানে অবস্থান কর। আমরা আশা পুরিয়া তোমাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইয়া মনের ক্ষোভ দূর করি, এবং তোমার মুখপুণ্ডরীক নিরীক্ষণ করিয়া কিয়ৎক্ষণ চিত্তকে সুস্থির করি।

রাম বিনীত বাক্যে নিবেদন করিলেন, পিতঃ! আমি অদ্যই অরণ্যে গমন করিব, এই বলিয়া মধ্যমা মাতার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি, যদি সেই অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হই, তাহা হইলে লোকে অসত্যসন্ধ বলিয়া আমার অকীর্ত্তি হইবে, আর আপনি অদ্য যত্ন করিয়া যে সকল উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইবেন, কল্য কানন মধ্যে তাহা আর আমাকে কে প্রদান করিবে? অতএব আর আমার ভোগ-লালসা বিধেয় নহে। আপনি আমাকে অদ্যই বনপ্রয়াণের অনুমতি করুন।

রাজা কোন ক্রমেই রামকে নিবারণ করিতে না পারিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! রাম অরণ্যে চলিলেন। তুমি উহাঁকে রথে করিয়া লইয়া যাও এবং রামচন্দ্র অরণ্যমধ্যে যাহাতে রাজাসুখ অনুভব করিতে পারেন, তাহার উপায় কর। কোষাধ্যক্ষকে বল, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, সমুদায়ই রামের সহিত প্রেরণ করে। যত উত্তম উত্তম অলঙ্কার ও পরিচ্ছদ আছে সমস্তই জনকনন্দিনীকে দেয়, সুহৃজ্জনেরাও যেন কুমারের অনুগামী হন।

কৈকেয়ী রামের সহিত সমস্ত সম্পত্তি প্রেরণের অনুমতি শুনিয়া ব্যাকুল ও ম্লানবদন হইয়া বলিলেন, মহারাজ! আপনি মনে করিবেন না যে, ভরতকে হৃতসার রাজ্য প্রদান করিয়া নিষ্কৃতি পাইবেন। যেমন সগর রাজা আপনার পুত্র অসমঞ্জাকে নিঃসম্বলে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন আপনাকেও সেইরূপ করিতে হইবে। রাজা কৈকেয়ীর এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্ষোভে স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

রাম বিনয় বাক্যে পিতাকে নিবেদন করিলেন, পিতঃ! আমি ভোগবাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি অরণ্যজাত ফল মূলাদি দ্বারা উদর পূরণ করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে পারিব। আমার ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন নাই। অনুযাত্রিকগণেরও আবশ্যকতা নাই। আমাকে বনবাসোচিত চীরবাস প্রদান করুন।

নির্লজ্জা কৈকেয়ী রাজার অনুমতি নিরপেক্ষ হইয়া

ত্বরা করিয়া চীরবাস আনিয়া দিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই চীর পরিধান করিলেন। মৈথিলী তাঁহাদিগকে চীরধারী দেখিয়া দুঃখে ও লজ্জায় অধোমুখ হইয়া বলিলেন, আর্য্যপুত্র! আমি কখন চীর পরিধান করি নাই। "কেমন করিয়া পরিধান করিতে হয়, বলিয়া দিন।

পুরপুরন্ধ্রীগণ জনকনন্দিনীকে চীর পরিধানে উদ্যত দেখিয়া কৈকেয়ীকে নানাপ্রকার নিন্দা করিতে লাগিলেন। কৌশল্যা, হা বৎস! তুমি রাজপুত্র, তোমার পরিণামে এই হইল যে, তোমাকে চীরধারী ও বনচারী হইতে হইল। হা দগ্ধহৃদয়! তুমি বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? ইহাও আমাকে দেখিতে হইল। হা বিধাতঃ! তোমার মনে এই ছিল। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, রাজা কুপিত হইয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কৈকেয়ীকে বলিলেন, অরে দুরাচারিণি! রামকে বনবাস দিয়াও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইতেছে না। তুমি উহাঁর সঙ্গে গৃহলক্ষ্মীকেও নির্ব্বাসিত করিতেছ। হা নির্লজ্জে! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই।

কৌশল্যা স্নেহ বাক্যে সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, বৎসে! সাধ্বী স্ত্রীরা প্রাণান্তে পতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন না। পতিব্রতা রমণীর পতিই পরম দেবতা। পতি সধনই হউন, আর নির্দ্ধনই হউন, তাঁহাকে অভক্তি করা সাধ্বীর কর্ত্তব্য নহে। যে নারী ভক্তি ভাবে পতি শুশ্রূষায় রত হয় তাহার ইহলোকে

কীর্ত্তি ও পরলোকে সদগতি লাভ হয়। রাম রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট ও ধনসম্পত্তিবিহীন হইয়া অরণ্যবাসী হইলেন। তুমি ইহাঁকে দরিদ্র বলিয়া অবজ্ঞা করিও না। ইনি যাহাতে বনবাস দুঃখ অনুভব না করেন, তদ্বিষয়ে বিশেষ রূপে যত্নবতী হইবে।

মৈথিলী লজ্জিতা হইয়া, বলিলেন আর্য্যে! আমি পতিব্রতা নারীর ব্রতাচার অবগত আছি। বীণা যেমন অতন্ত্রী হইলে বাদিত হয় না, রথ যেমন অচক্র হইলে চলিত হয় না, মীন যেমন সলিল বিহীন হইলে জীবিত থাকে না, নারীও তেমনি পতিসেবায় পরাঙ্মুখী হইলে সুখসম্ভোগে সমর্থ হন না। পিতা মাতা ও ভ্রাতা প্রভৃতি কেহই পতির তুল্য হিতৈষী নহেন। আমি পরম দৈবত পতিকে অবজ্ঞা করিব, আপনি এরূপ আশঙ্কা করিতেছেন কেন? আমি পরিণয়কালাবধি এই ব্রত করিয়াছি যে ভর্ত্তার হিতের নিমিত্ত প্রাণও পরিত্যাগ করিব।

কৌশল্যা সীতার বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষবিষাদে অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন এবং পরম প্রীত হইয়া বলিলেন, বৎসে! তুমি ভূমি বিদারণ করিয়া উত্থিত হইয়াছ। তোমার জন্ম অতি অদ্ভুত। তোমার বদন হইতে ঈদৃশ বাক্য বিনির্গত হইবে, তাহার আশ্চর্য্য কি? তোমা দ্বারাই জনকরাজার গুণ ও যশের সমধিক শোভা বৃদ্ধি হইয়াছে, কুল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। তুমি আমার গৃহে আগমন করাতে আমিও ধন্য হইয়াছি। রাম তোমার সহিত

গমন করিতেছেন, আর আমার চিন্তা নাই। তুমি, রাম ও দেবর লক্ষ্মণের প্রতি বিশেষরূপে যত্ন করিবে। কৌশল্যা সীতাকে এইরূপ আদেশ ও প্রশংসা করিয়া শ্রীরামের মস্তকাঘ্রাণ পূর্ব্বক বলিলেন, বৎস! সীতা স্বভাবভীরু; তুমি অবহিত হইয়া উহাঁর নিকটে অবস্থান করিবে এবং ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণের প্রতিও স্নেহদৃষ্টি রাখিবে।

রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, মাতঃ! আপনি লক্ষ্মণ ও সীতার বিষয়ে আমাকে সাবধান করিতেছেন কেন? লক্ষ্মণ আমার দক্ষিণ বাহুস্বরূপ, সীতা আমার অনুবর্ত্তিনী ছায়াস্বরূপ। উহাঁদিগের নিমিত্ত আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমার হস্তে শর ও শরাসন থাকিলে আমি ত্রিলোকীর ঈশ্বর শতক্রতু হইতেও ভীত হই না। আপনি দুঃখিত না হইয়া আমার পিতার শুশ্রূষা করুন। পিতা আমার প্রতি প্রসন্ন থাকিলে চতুর্দ্দশ বৎসর এক দিবসের ন্যায় সুখে অতিবাহিত হইবে। আমার নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা নাই। আপনি স্বীয় পুণ্যবলে আমাকে অক্লিষ্ট ও অক্ষতশরীরে পুনরাগত দেখিবেন। আপনি শোক পরিত্যাগ করুন। জননীকে এইরূপ প্রবোধ বাক্যে বুঝাইয়া অন্য অন্য মাতৃগণের নিকট বিদায় লইবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাজা দশরথের সার্দ্ধ সপ্তশত সীমন্তিনী ছিল। রামচন্দ্র তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মাতৃগণ! আমি পিতৃ আজ্ঞাক্রমে চতুর্দ্দশ বর্ষের নিমিত্ত

অরণ্যবাসে চলিলাম। আপনারা অনুমতি প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করুন। রামচন্দ্র এই কথা কহিবামাত্র রাজ-বনিতাগণ ক্রন্দনকোলাহল করিয়া উঠিলেন। যে দশরথের গৃহে পূর্ব্বে শ্রোতৃগণ, মুরজ পণব প্রভৃতি বিবিধ সুমধুর বাদ্য ধ্বনি শ্রবণ করিয়া শ্রুতিপথ চরিতার্থ করিতেন, এক্ষণে সেই গৃহ শোককাতর রমণীগণের রোদন ধ্বনিতে পরিপূরিত হইল।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা ইহাঁরা তিন জনে সুমিত্রাদেবীর চরণ গ্রহণ করিলেন। সুমিত্রা বহু বিলাপের পর মস্তক আঘ্রাণ করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, বৎস! তুমি আমার সৎপুত্র জন্মিয়াছ। তুমি ভ্রাতৃস্নেহের বশীভূত হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ। তোমার সৌভ্রাত্র দর্শনে আমি অতিশয় পরিতুষ্ট হইলাম। রাম তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পূজনীয়। তুমি যত্নবান্ হইয়া অকপটচিত্তে উহাঁর সেবা ও রক্ষা করিবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অনুবৃত্তি, দান, তপোনিষ্ঠা ও যুদ্ধে দেহ পরিত্যাগ করা, তোমাদিগের কুলোচিত ধর্ম্ম। তুমি রামের অনুগত থাকিয়া সেই ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে। লক্ষ্মণকে এইরূপ আদেশ দিয়া রামকে বলিলেন, বৎস! লক্ষ্মণ তোমাতে অত্যন্ত অনুরক্ত; তুমি সর্ব্বদা অবহিত হইয়া ইহাকে রক্ষা করিবে।

রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, মাতঃ! আমি অবশ্যই আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিব, আমাকে বলা বাহুল্য-

মাত্র। আপনি লক্ষ্মণের নিমিত্ত কিছুমাত্র চিন্তা করিবেন না। এইরূপে রাম ক্রমশঃ সকলের নিকট বিদায় লইয়া সর্ব্বশেষে পুনর্ব্বার জনক জননীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, পিতঃ! আমি অরণ্যে চলিলাম, আমার চিরদুঃখিনী জননী রহিলেন; উনি আমার নিমিত্ত যাহাতে অধিক কাতর না হন, আপনি কৃপা করিয়া তাহা করিবেন। রামের এই করুণাক্ষর বাক্য শ্রবণে রাজা শোকে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। সর্ব্ব শরীর অস্পন্দ হইল। তিনি কি বলিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না।

অনন্তর সুমন্ত্র কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, নৃপনন্দন! রথ সুসজ্জিত হইয়াছে, আপনারা আরোহণ করুন। সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথে আরোহণ করিলেন। সুহৃৎ ও পুরবাসিগণ তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গমন করিবার নিমিত্ত সজ্জিত হইলেন। শর, শরাসন, তূণীর ও অন্য অন্য অস্ত্র শস্ত্র রথের এক পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইল। সুমন্ত্র কশাঘাত করিলেন, অশ্বগণ বায়ুবেগে গমন করিতে লাগিল।

এদিকে, রামচন্দ্র পিতৃ সত্য প্রতিপালনার্থ বনগমন করিতেছেন, এই সমাচার নগর মধ্যে প্রচার হওয়াতে পুরবাসী যাবতীয় লোক দর্শনার্থ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা রামকে বনগমনে উন্মুখ দেখিয়া বলিল, সুমন্ত্র! ক্ষণকাল রথরশ্মি সংযত কর। আমরা রামচন্দ্রের মনোহর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া চিত্তকে পরিতৃপ্ত

ও নয়নদ্বয় চরিতার্থ করি। রামচন্দ্র আমাদিগের চিত্ত হরণ করিয়া গমন করিতেছেন! কবে আমরা ইহাঁকে অরণ্য হইতে পুনরাগত দেখিব! কৌশল্যার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহময়; অন্যথা, প্রিয় পুত্র বনগমন করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল না কেন? পতিপ্রাণা জনকনন্দিনী ও ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ ইহাঁরাই বহুতর পুণ্য করিয়াছেন। ইহাঁরা সর্ব্বদা রামের সহবাসে থাকিয়া উহাঁর মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করিবেন! রামচন্দ্র! আপনি আমাদিগকে অনাথ করিয়া কোথায় চলিলেন? এ হতভাগ্যদিগকেও সমভিব্যাহারে লইয়া চলুন। এই বলিয়া তারস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

রাজা দশরথ নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া হা রাম! হা পুত্র! আমি নিশ্চয়ই তোমাকে নির্ব্বাসিত করিলাম! হা পুত্রবৎসলে কৌশল্যে! তোমার সর্ব্বস্বধন রামকে বিদায় দিয়া তোমার ক্রোড় শূন্য করিলাম! হায়! আমার তুল্য নিষ্ঠুর নরাধম আর নাই! আমি নিরপরাধ সর্ব্বগুণাকর প্রিয়পুত্রকে বনবাস দিয়া সমস্ত জগৎ দুঃখার্ণবে নিক্ষিপ্ত করিলাম! তুমি কি মনে করিতেছ? হায়! মহর্ষি বশিষ্ঠদেব ও বামদেব প্রভৃতি মন্ত্রিগণই বা কি বলিতেছেন? তপোবনবাসীরাই বা তোমাকে দেখিয়া কি মনে ভাবিবেন? তাঁহারা মনে করিবেন, দশরথ অতি অসার ও অপদার্থ; স্ত্রীর বশীভূত হইয়া প্রিয়পুত্রকে বনবাস দিয়াছে। ভগবতি বসুধে! আপনি কৃপা করিয়া

আমাকে আশ্রয় দিন, আর আমার জীবন ধারণের প্রয়োজন নাই। এই অকীর্ত্তিকলঙ্কে দূষিত হওয়া অপেক্ষা প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃকল্প। হা পাষাণ হৃদয়! তুমি এই বেলা বিদীর্ণ হও, আর কেন শোকানলে দগ্ধ হইবে। এইরূপে বিষাদ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার নয়নযুগল হইতে অনবরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল, শরীর স্পন্দহীন হইল, মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি শ্রীরামের সান্ধনাভিমুখে দৃষ্টিপাত করিয়া চিত্রার্পিতের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন।

কৌশল্যা পুত্রশোকে উন্মত্তার ন্যায় হা রাম! হা সীতে! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া উচ্চস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি কি করিবেন, কোথায় যাইবেন, কোথায় গেলেই বা সুস্থির হইবেন, এই চিন্তায় অস্থির হইলেন! দুঃসহ শোকানল তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। তিনি যে দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে লাগিলেন কেবল শ্রীরামের মোহনমূর্ত্তি তাঁহার দৃষ্টিপথে উদিত হইতে লাগিল। তিনি রামের জন্মাবধি যত কষ্ট ভোগ করিয়াছিলেন, সে সমুদায়ই তাঁহার মনোমন্দিরে আবির্ভূত হইল, এবং তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।

সুমিত্রা ধরাতলে পতিত হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। পুরকামিনীরা হা রাম! হা সৌমিত্রে! তোমরা আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিলে? কে আর আমাদিগকে জননীর ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি

করিবে? কে আর আমাদিগকে প্রিয় বাক্যে পরিতুষ্ট করিবে? হা পুত্র! তুমি অনাথের নাথ, দুর্ব্বলের বল ও অগতির গতি। তোমার মুখারবিন্দ অবলোকন করিলে লোক সকল দুঃখ বিস্মৃত হইয়া যায়। তুমি একেবারে সকলের প্রতি দয়া মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিলে! হা বৈদেহি! তুমি রাজনন্দিনী ও রাজবধূ হইয়া বনচারিণী হইলে! তুমি কিরূপে বনবাস ক্লেশ সহ্য করিবে! হা কৈকেয়ি! তুমি নির্লজ্জা ও নৃশংসা হইয়া ভক্তিপরায়ণ পুত্রকে বিনাপরাধে বনবাস দিলে! ইহাতে তোমার কি সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি হইবে? এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নগরী আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল, চতুর্দ্দিকে হাহাকার ধ্বনি হইতে লাগিল। আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই শোকসাগরে নিমগ্ন হইল। সুহৃজ্জনেরা শোকাকুল হইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। পৌরজনেরা পুত্র কলত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অনুগমনে উদ্যত হইল। কেহ রাজাকে, কেহ কৈকেয়ীকে, কেহ বা আত্মসৌভাগ্যকে নিন্দা করিতে লাগিল। সকলেই আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরামের গুণগানে কালক্ষেপ করিতে লাগিল। গাভীগণ কবল পরিত্যাগ করিয়া বৎসদিগকে স্তন্যদানে বিরত হইল। অযোধ্যাপুরী পুরন্দরপরিত্যক্ত অমরাবতীর ন্যায় শ্রীভ্রষ্ট হইল। সমীরণের গতি রুদ্ধ হইল। ভগবান্ দিবাকরের প্রভা মন্দ হইয়া গেল। চন্দ্র, নক্ষত্র

ও গ্রহগণ দীপ্তিশূন্য হইল। হুতাশন বিশিখ ও ধূমায়মান হইতে লাগিল। দিক্ পর্য্যাকুল হইল। মহোদধি প্রলয় পবনসঞ্চালিতের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল। শ্রীরামের বিরহে কি স্থাবর, কি জঙ্গম, সকলেই শোকে আচ্ছন্ন হইল।

দশরথ ও কৌশল্যা শোকবিহ্বল হইয়া রামের অনুসরণে উদ্যত হইলেন। বশিষ্ঠদেব ও বামদেব প্রভৃতি দ্বিজগণ নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যে তাঁহাদিগকে বলিলেন, মহারাজ! যিনি কিছু দিন পরেই গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন, যাঁহার মুখচন্দ্র অবলোকন করিয়া আপনারা পুনর্ব্বার সুখী হইতে পারিবেন, তাঁহার নিমিত্ত এত কাতর হইয়াছেন কেন? যাঁহার পুনরাগমন প্রার্থনীয়, তাঁহার অনুগমন বিধেয় নহে। আপনারা শোক পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করুন। রাজা ও রাজ্ঞী ব্রাহ্মণদিগের বাক্যে কথঞ্চিৎ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া অতি কষ্টে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

এ দিকে রামচন্দ্র ক্রমে ক্রমে নানাজনপদ অতিক্রম করিয়া তমসানদী কূলে উপনীত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! বেলা অবসান হইয়াছে, রথবেগ সম্বরণ কর। অদ্য এই স্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে।

সুমন্ত্র রথ স্থির করিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হইল। সুমন্ত্র ও সৌমিত্রি উভয়ে শ্রীরামের পর্ণ শয্যা প্রস্তুত করিয়া

দিলেন। রামচন্দ্র সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া সীতার সহিত পর্ণশয্যায় উপবেশন করিলেন এবং সুহৃজ্জন ও পৌরগণকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, পুরবাসিগণ! তোমরা আমার প্রতি যেরূপ প্রীতি ও ভক্তি করিয়া থাক, ভরতের প্রতিও সেইরূপ করিবে। মহাত্মা ভরত অতি সুশীল, বিনীত ও রাজধর্ম্মজ্ঞ। তিনি কখনই তোমাদিগের অপ্রিয় বা অহিতাচরণে প্রবৃত্ত হইবেন না। আমি বলিতেছি, তোমরা গৃহে প্রতিগমন করিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কর। তাহারা কোন ক্রমেই প্রতিগমনে সম্মত হইল না। ক্রমশঃ রজনী অধিক হইল। সকলেই তমসাতীরবর্ত্তী তরুতলে শয়ন করিলেন। সৌমিত্রি সুমন্ত্রের সহিত শ্রীরামের গুণগান করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র নিশীথ সময়ে গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন, সৌমিত্রে! সকলেই সুষুপ্ত হইয়াছে, চল এই সময়ে আমরা এ স্থান হইতে প্রস্থান করি। আমাদিগকে দেখিতে না পাইলেই সুতরাং ইহাঁরা নিবৃত্ত হইবেন। এই পরামর্শ করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি অযোধ্যাভিমুখে কিয়দ্দূর রথ লইয়া গিয়া সেই রথচক্র পদ্ধতি অবলম্বন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার রথ আনয়ন কর। এমনি সাবধানে রথ আনয়ন করিবে যেন পৌরজনেরা জানিতে না পারেন এবং প্রাতঃকালে উঠিয়া বোধ করেন যে রথ অযোধ্যাভিমুখে গমন করিয়াছে। সুমন্ত্র সাবধান হইয়া তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা রথারূঢ় হইয়া তমসানদী উত্তীর্ণ হইলেন। রজনী প্রভাত হইল। পৌরজনেরা প্রবুদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কেবল গৃহাভিমুখে রথচক্রপদ্ধতি দর্শন করিল। তদ্দর্শনে তাহারা পরস্পর কহিতে লাগিল, রামচন্দ্র আমাদিগের কাতরতা দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন। চল, আমরাও ফিরিয়া যাই। এই বলিয়া তাহারা অযোধ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। গৃহে আসিয়া শ্রীরামকে দেখিতে না পাইয়া তাহাদিগের শোক-সাগর পুনরায় উথলিয়া উঠিল।

এদিকে ইক্ষ্বাকুনন্দন ক্রমশঃ নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথি-মধ্যে শুনিতে পাইলেন, কেহ বলিতেছে রাজা দশরথ বার্দ্ধক্যবশতঃ বুদ্ধিহীন হইয়াছেন। তিনি কি বিবে-চনায় সর্ব্বলোকাভিরাম রামকে বনবাস দিলেন? কেহ বলিতেছে, রাজার কিছুমাত্র দোষ নাই, দুষ্টাশয় ভরত রাজ্যলোভ সংবরণে অসমর্থ হইয়া চাতুরী করিয়া এই অনর্থ ঘটনা উপস্থিত করিয়াছে। কেহ বলিতেছে, পাপ-চারিণী কৈকেয়ীই এই অনর্থের মূলীভূত কারণ। কেহ বা বলিল, অন্য কাহারও দোষ নাই, আমাদের ভাগ্যেরই দোষ বলিতে হইবে। প্রজাগণের এইরূপ করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীরাম ব্যথিত হৃদয়ে অযোধ্যা-সীমা অতিক্রম করিলেন।

অনন্তর তিনি ক্রমে ক্রমে বেদশ্রুতি গোমতী ও স্যন্দিকা নামে নদীত্রয় উত্তীর্ণ হইয়া সুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! আমরা কত দিনে আবার অরণ্য হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতা মাতার শ্রীচরণ সন্দর্শন করিব? কত দিনে আবার আমরা জন্মভূমির ক্রোড়ে বাস করিয়া সরযূর উপবনে বিহার করিব? এইরূপ কথাবার্ত্তায় কিয়দ্দূর গমন করিয়া শৃঙ্গবের পুরী প্রাপ্ত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, ভগবতী ভাগীরথী দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছেন। ঋষিগণ তীরদেশে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন। সন্ধ্যাকালীন মন্দ মন্দ সমীরণযোগে ক্ষণে ক্ষণে তরঙ্গমালা উত্থিত হইতেছে, দেখিয়া তাঁহার শরীর সচ্ছন্দ ও অন্তঃকরণ প্রফুল্ল হইল। তিনি জনকনন্দিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন প্রিয়ে! এই ত্রিলোকপাবনী গঙ্গা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভগীরথের কীর্ত্তিপতাকা স্বরূপ। ইনি আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের নিমিত্ত সুরলোক হইতে অবনীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইঁহাকে প্রণাম কর। সীতাদেবী গলবস্ত্র হইয়া ভক্তিভাবে ভগবতী ভাগীরথীকে প্রণাম করিলেন।

অনন্তর রঘুনন্দন সুমন্ত্রকে বলিলেন, সুমন্ত্র! সন্ধ্যাকাল উপস্থিত; আর অধিক দূর যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। ইহার অবিদূরে ঐ যে ইঙ্গুদীপাদপ দৃষ্ট হইতেছে, অদ্য আমরা ঐ তরুতলে অবস্থান করিয়া নিশা যাপন করিব। সুমন্ত্র, যে আজ্ঞা বলিয়া সেই তরুতলে রথ লইয়া গেলেন।

রামচন্দ্রের প্রিয় সখা গুহ নামে নিষাদরাজ শৃঙ্গবের পুরীর অধীশ্বর ছিলেন। তিনি রামচন্দ্র সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া কতিপয় অমাত্য ও জ্ঞাতিগণ সমভিব্যাহারে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে প্রত্যুদ্গমন পূর্ব্বক তাঁহার যথোচিত সমাদর করিয়া কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। নিষাদরাজ শ্রীরামের নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন, রঘুনন্দন! আপনি অখিলের নাথ; আপনকার সন্দর্শন মাদৃশ ব্যক্তির নিতান্ত দুর্লভ। অদ্য আপনার সমাগমে আমি চরিতার্থ হইলাম। নিষাদকুল পবিত্র হইল। এ আপনারই গৃহ। আমাকে কি করিতে হইবে, আপনি কৃপা করিয়া অনুমতি করুন। আমি যত্নবান্ হইয়া নানাবিধ ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য আহরণ করিয়াছি এবং সুবিমল শয্যাও প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করিলে আমি কৃতার্থ হই।

রামচন্দ্র নিষাদরাজের শিষ্টাচার ও বিনয় দর্শনে পরম প্রীত হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক বলিলেন, সখে! অদ্য তোমাকে দেখিয়া আমি বড় সুখী হইলাম। তোমার স্নিগ্ধ প্রীতিবচনে আমার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছে। তুমি আমার নিমিত্তই এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছ। তোমার যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি নাই। কিন্তু আমি তাপসধর্ম্মে ব্রতী হইয়াছি। তপস্বীদিগের কটুকষায় ফলমূলাদি আহার ও দর্ভশয্যায় শয়ন করিয়া দিনযাপন করিতে

হয়। অতএব আমি কিরূপে ঈদৃশ সুখসেব্য বস্তু প্রতিগ্রহ করিব। তুমি আমার অশ্বগণকে শষ্পাদি প্রদান কর। তাহা হইলেই আমার অতিথি সংকার লাভ হইবে। নিষাদপতি শ্রীরামের আদেশানুসারে অশ্বগণকে শষ্পাদি প্রদান করিলেন। পরিশেষে তাঁহার বনপ্রয়াণ বার্ত্তা শ্রবণে নিতান্ত কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর লক্ষ্মণ জল আনায়নপূর্ব্বক রামচন্দ্রের পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলেন। রামচন্দ্র জনকাত্মজার সহিত তরুমূলে শয়ন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃবৎসল লক্ষ্মণ তাঁহাদের রক্ষার্থ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া জাগরিত হইয়া রহিলেন। নিষাদরাজ তাঁহাকে জাগরিত দেখিয়া দুঃখিত মনে কহিলেন, লক্ষ্মণ! আপনি শয়ন করিয়া অকুতোভয়ে নিদ্রা যাউন। রামচন্দ্রের রক্ষার নিমিত্ত আপনাকে কোন চিন্তা করিতে হইবে না। আমি ধনুষ্পাণি হইয়া সমস্ত রাত্রি উহাঁর রক্ষা করিব। এই ধরামণ্ডলে রামচন্দ্রের তুল্য প্রিয়তম হিতৈষী আমার আর কেহই নাই। আমি উহাঁরই প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ ও বিপুল যশোরাশি লাভ করিয়াছি। লক্ষ্মণ কহিলেন, নিষাদরাজ! তুমি যখন আমাদের রক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ, তখন আর আমাদের কোন শঙ্কার বিষয় নাই। কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাম ও জনকনন্দিনী ভূমিতলে শয়ন করিয়া রহিলেন, ইহা দেখিয়া আমি কিরূপে নিরুদ্বেগে

নিদ্রা যাইতে পারি? গুহ লক্ষ্মণের বাক্যে নিরুত্তর হইয়া তাঁহাদিগের রক্ষার্থ জ্ঞাতিগণের সহিত সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র হইয়া রহিলেন।

সৌমিত্রি, ভ্রাতাকে ভূমিতলে শয়ান দেখিয়া ক্ষুব্ধচিত্তে কহিতে লাগিলেন, বিধাতঃ! তুমি সকলই করিতে পার! সুখ দুঃখ সকলই তোমার অধীন! হায়! যিনি চির দিন সুখসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছেন, যাঁহার শরীর সুকোমল শয্যাতেও ক্লিষ্ট হইত, অদ্য তিনি নিরাহারে তরুতলে শয়ন করিয়া রহিলেন! হা মাতঃ কৈকেয়ি! আপনার হৃদয় নিশ্চয়ই বজ্রময়; আপনি কেমন করিয়া প্রিয়পুত্রকে বনবাস দিলেন? এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে রজনী শেষ হইল। রামচন্দ্র গাত্রোত্থান করিয়া লক্ষ্মণকে বলিলেন, ভ্রাতঃ! চন্দ্র অস্তগত হইলেন, পূর্ব্বদিক্ আলোহিত হইয়াছে। বনমধ্যে ময়ূর, কোকিল প্রভৃতি নানাজাতি বিহঙ্গম কুলায় হইতে উৎপতনোন্মুখ হইয়া কলরব করিতেছে। আর রাত্রি নাই; চল আমরা এই সময়ে গমন করি। লক্ষ্মণ, রামের আজ্ঞানুসারে সুমন্ত্র ও নিষাদ রাজকে আমন্ত্রণ করিয়া শর কার্ম্মুক গ্রহণ করিলেন।

রামচন্দ্র সুমন্ত্রকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! অতঃপর আমরা নিবিড় অরণ্যে প্রবিষ্ট হইব। তুমি এই স্থান হইতেই নিবৃত্ত হও। আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যকতা নাই। তুমি রঘুকুলের অদ্বিতীয় সুহৃৎ;

তুমি গৃহে থাকিলে আমার শোকসন্তপ্ত পিতা মাতা অনেক শান্ত থাকিবেন। আমি বলিতেছি, তুমি পিতাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিবে, তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত অধিক কাতর না হন। তাঁহার প্রসাদে আমাদিগের কোন কষ্ট হইবে না। আমরা অরণ্যমধ্যেও গৃহোচিত সুখ অনুভব করিতে পারিব। আর অল্পভাগ্যা চিরদুঃখিনী মাতা যদি আমাদের বিয়োগে জীবিত থাকেন, তাঁহাকে বলিবে যে, আপনার রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতেছে। তাহাদিগের নিমিত্ত কোন চিন্তা নাই। আর মাতা সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও মহর্ষি বশিষ্ঠদেবের চরণে আমার প্রণাম জানাইবে। তোমাকে অধিক আর কি বলিব, যাহাতে তাঁহারা শোকে নিতান্ত কাতর না হন, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হইবে; এবং ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনয়ন করিয়া যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করাইবে। সৌমিত্রি বলিলেন, সুমন্ত্র! আমি আর কি বলিব, আমার পিতা ও মাতৃগণের চরণে প্রণাম জানাইবে।

সুমন্ত্র তাঁহাদের বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত ও হতাশ হইয়া কাতরস্বরে শ্রীরামকে বলিলেন, নৃপকুমার! আমি আপনাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূন্যরথ লইয়া কিরূপে গৃহে যাইব? কিরূপেই বা তাঁহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইব? কি বা বলিব? রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়া আসিলাম, এই নিদারুণ বাক্য কেমন করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইব? আর আমার গৃহগমনের প্রয়োজন নাই, আমিও আপনা-

দের অনুবর্ত্তী হইব। এই বলিয়া অশ্রুমোচন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র শোকাকুল সুমন্ত্রকে নানাবিধ প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করিয়া প্রিয়সখা নিষাদরাজকে বলিলেন, সখে! এক্ষণে আমরা তোমার নিকট বিদায় হইলাম। সুমন্ত্র ও গুহ উভয়েই বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন, রঘুনন্দন! আপনারা রাজতনয়; আপনাদিগের শরীর অতি কোমল, পদব্রজে এক পদও গমন করেন নাই, কিরূপে এই দুর্গম অরণ্যপথে গমন করিবেন; বিশেষতঃ পথিমধ্যে নানা প্রকার ভীষণ হিংস্র জন্তু ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। অতএব আপনারা অতি সাবধানে গমন করিবেন এবং যে স্থানে তাপসগণের আশ্রম আছে, তাহার সন্নিধানে অবস্থিতি করিবেন। দেখিবেন যেন সীতা দেবী কোন রূপে কষ্ট না পান।

অনন্তর রাম ও লক্ষণ উভয়ে বটবৃক্ষের ক্ষীর দ্বারা জটা বন্ধন করিয়া জনকাত্মজার সহিত জহ্নুতনয়ার অভিমুখে গমন করিলেন। সুমন্ত্র ও গুহ তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। নৃপকুমারেরা সুরনদীর তীরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতপূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। নদী পার হইয়া তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র ও গুহ, যত দূর দৃষ্টি চলিল, সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া এক দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ক্রমে ক্রমে নয়নপথের অতীত হইলে দীর্ঘ

নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বাষ্পাকুলনয়নে গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

রামচন্দ্র কিয়দ্দূর গমন করিয়া এক বটবৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাহার অনতিদূরে পরম রমণীয় সুদর্শন নামে এক সরোবর আছে। তাঁহারা সেই সরোবরের জল পান করিয়া পিপাসা শান্তি করিলেন, এবং সে দিবস সেই তরুতলেই অবস্থিতি করিলেন। লক্ষ্মণ শ্রীরামের নিমিত্ত নানাবিধ ফলমূলাদি আহরণ ও পর্ণশয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। রজনী সমাগত হইল। রামচন্দ্র ও জানকী ফলমূল আহার করিয়া পর্ণশয্যায় শয়ন করিলেন।

এই সময়ে শ্রীরামের অন্তঃকরণে অযোধ্যার চিন্তা উপস্থিত হইল। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! কয়েক দিন হইল আমরা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছি। পিতা মাতা ক্ষণকাল আমাদিগকে দেখিতে না পাইলে অতিশয় কাতর হন। তাঁহারা এই দীর্ঘকাল আমাদিগের অদর্শনে কিরূপে জীবন ধারণ করিয়া থাকিবেন? হয় ত তাঁহারা দুর্ব্বিসহ পুত্র শোক সহ্য করিতে না পারিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিবেন। আমাদিগকে বনবাস দিয়া কৈকেয়ীর মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। তিনি সৌভাগ্যমদে গর্ব্বিত হইয়া না জানি আমার দুঃখিনী জননীকে কত যন্ত্রণা দিতেছেন। আমার প্রতি বিদ্বেষবশতঃ আমার প্রিয়কারিণী মাতা সুমিত্রাকেও কত দুর্ব্বাক্য বলিতেছেন। রাজা, কৈকেয়ীর বশবর্ত্তী না হইলে

এরূপ অনর্থ ঘটিত না। লক্ষ্মণ! তুমি অযোধ্যায় প্রতি-গমন করিয়া তাঁহাদিগের দুঃখ দূর কর। আমি সীতার সহিত অরণ্যবাসী হই। তাঁহাদিগের অনিষ্ট শঙ্কা আমার হৃদয়ে আবির্ভূত হইয়া অন্তঃকরণকে অতিশয় ব্যাকুল করিতেছে। আর আমি সুস্থির হইতে পারি না। হা মাতঃ! আমি জন্মিয়া আপনকার কোন উপকার করিতে পারিলাম না! আপনি আমার নিমিত্ত কেবল গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিলেন! চিরকালই আপনকার দুঃখে অতিবাহিত হইল! এই বলিয়া বাষ্পমোচন করিতে লাগিলেন।

লক্ষ্মণ তাঁহাকে রোরুদ্যমান্ দেখিয়া কহিলেন, আপনি সামান্যজনের ন্যায় এরূপ শোক মোহের বশীভূত হইতেছেন কেন? ভবাদৃশ মহানুভব ব্যক্তিরা বিষম বিপদে পতিত হইলেও শোকবিমোহিত হন না। আপনি এরূপ শোকার্ত্ত হইলে সীতাদেবী ও আমি কিরূপে প্রাণধারণে সমর্থ হইব? লক্ষ্মণের বাক্যে শ্রীরাম শোক সংবরণ করি-লেন। অতি দুঃখে রজনী অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রভাতে তাঁহারা প্রয়াগাভিমুখে গমন করি-লেন। তথায় উপনীত হইয়া বলিলেন, সৌমিত্রে! এই স্থানে যমুনা আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া-ছেন। এই স্থান অতি পবিত্র; শুনিয়াছি ইহার নিকটে মহাতপা ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম। ঐ দেখ ধূমশিখা উত্থিত হইতেছে। বোধ হয় আশ্রম নিকটবর্ত্তী; চল

আমরা ঐ পুণ্যাশ্রমে অদ্য অবস্থান করি। এই বলিয়া অবিলম্বেই তাঁহারা ভরদ্বাজ তপোধনের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তপোধন তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া পরম সমাদর ও যথাবিধি সৎকার করিলেন।

রামচন্দ্র তাঁহাকে অভিবাদন পূর্ব্বক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া নিবেদন করিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ অরণ্যবাস আশ্রয় করিয়াছি। কিন্তু আমরা কখন অরণ্যে আগমন করি নাই। আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন, যে, আমরা সেই স্থানে নির্ব্বিঘ্নে অবস্থান করিতে পারি।

মহামুনি ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন, রঘুনন্দন! আপনি ভাগ্য ক্রমে আমার আশ্রমে সমাগত হইয়াছেন। আমার ইচ্ছা, আপনি এই স্থানে অবস্থান করিয়া তাপসধর্ম্ম আচরণ করেন। এই আশ্রম অতি পবিত্র ও তপোনিষ্ঠার প্রধান আস্পদ। ইহার অনতিদূরে ভগবতী গঙ্গা ও যমুনা বিরাজমান রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মহর্ষে! আপনার নিকটে অবস্থান করা অতি সৌভাগ্যের বিষয়। কিন্তু এই আশ্রম অযোধ্যার অধিক দূরবর্ত্তী নহে। এস্থানে থাকিলে অযোধ্যাবাসী বান্ধবগণ সর্ব্বদা আমাদিগকে দেখিতে আসিতে পারেন। অতএব আপনি আমাদিগকে কোন নির্জ্জন স্থান বলিয়া দিন।

মহর্ষি ক্ষণকাল ধ্যানাসক্ত হইয়া বলিলেন, ইহার তিন যোজন অন্তরে চিত্রকূট নামে একটী পরম রমণীয় পর্ব্বত আছে। সে অতি পবিত্র স্থান, তথায় শত শত মহর্ষি যোগাসনে আসীন হইয়া তপস্যা করিতেছেন। বোধ করি, সেই বিবিক্ত স্থান আপনাদিগের বাসযোগ্য হইতে পারে। শ্রীরাম তাঁহার বাক্য শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া সে দিবস তথায় বাস করিলেন। রজনী প্রভাত হইলে তাঁহারা চিত্রকূট পর্ব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ঋষি-রাজ কিয়দ্দূর তাঁহাদিগের সহিত গমন করিয়া বলিলেন, ইহার অনতিদূরে মহানদী যমুনা দেখিতে পাইবেন; ঐ নদীতে নানাবিধ হিংস্র জলচর জন্তু আছে। আপনারা অতি সাবধানে উড়ুপ দ্বারা উত্তীর্ণ হইবেন। নদী পার হইয়া কিয়দ্দূর গমন করিলেই শ্যাম নামে বিখ্যাত এক বটবৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইবে। সেই পাদপের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা লাভ হইতে পারে। জনক নন্দিনীর যদি কোন অভিলাষ থাকে, ঐ বৃক্ষকে নমস্কার করিয়া প্রার্থনা করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। তথা হইতে ক্রোশমাত্র গমন করিলে নীলবর্ণ অরণ্যশ্রেণী নয়নপথে অবতীর্ণ হইবে। সেই চিত্রকূট গমনের পথ। এইরূপ উপদেশ দিয়া ভরদ্বাজ ঋষি নিবৃত্ত হইলেন।

রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কালিন্দীর অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, যমুনা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে-

ছেন। তাঁহারা তত্তীরজাত কাষ্ঠ আহরণ পূর্ব্বক উড়ুপ নির্ম্মাণ করিয়া নদী পার হইয়া সেই বৃক্ষকে প্রণিপাত ও প্রদক্ষিণ করিয়া রঘুকুলের কুশল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে ভরদ্বাজ প্রদর্শিত পথ দ্বারা গমন করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্রকূট গিরি প্রাপ্ত হইলেন।

রাম পর্ব্বতোপরি আরূঢ় হইয়া সীতাকে বলিলেন প্রিয়ে! দেখ, নবনীরদাবলীর ন্যায় বনশ্রেণীর কেমন রমণীয় শোভা হইয়াছে। তরুগণ ফলভরে অবনত ও পলাশরাশিতে মণ্ডিত হইয়া কেমন অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। স্থানে স্থানে কিংশুক কর্ণিকার প্রভৃতি নানা জাতীয় কুসুমকলিকা বিকসিত হইতেছে, বকুলাবলী মুকুলিত হইয়াছে। সহকার লতা মন্দ মন্দ গন্ধবহের সংযোগে আন্দোলিত হইয়া চারি দিক্ আমোদিত করিতেছে। ভ্রমর ভ্রমরীরা মধুপানে মত্ত হইয়া গুণ গুণ ধ্বনি করিতেছে। কোকিলগণের কুহুরবে শরীর লোমাঞ্চিত হইতেছে। নানাজাতীয় বিহঙ্গমগণ তরুশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সুমধুর রব করিতেছে। স্থানে স্থানে সুশীতল শিলাতল ও সুরম্য লতাকুঞ্জ দৃষ্ট হইতেছে। মধ্যে মধ্যে অধিত্যকা হইতে নির্ঝর বারি ঝর্ঝর শব্দে পতিত হইতেছে। ক্ষণে ক্ষণে মন্দাকিনীর প্রবাহ হইতে সুশ্রাব্য কল কল ধ্বনি উত্থিত হইয়া শ্রুতিপথ আনন্দিত করিতেছে। দেখ, এদিকে আবার কেমন মনোহর পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে; উহার শৃঙ্গ সকল এত উচ্চ বোধ

হয়, যেন গগনমণ্ডলের স্পর্শাভিলাষে উন্নত হইতেছে। সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুরা মাতঙ্গ কুরঙ্গের সহিত একত্র ক্রীড়া করিতেছে। বোধ হয় তপস্বীদিগের আশ্রম সন্নিহিত। অতএব এই আশ্রমসন্নিহিত স্থানে আমাদিগের অবস্থান করা কর্ত্তব্য। এই বলিয়া সেই স্থানে অবস্থিতি করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে গজভগ্ন দারু আনয়ন করিয়া লতাবিতান দ্বারা দুটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। বিদেহরাজনন্দিনী মৃত্তিকা দ্বারা তাহা লেপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা সেই স্থানে থাকিয়া চিত্রকূটের বিচিত্র শোভা ও পুষ্পফলোপশোভিত রম্য স্থান অবলোকন করিয়া ক্রমে ক্রমে বনবাস-দুঃখ বিস্মৃত হইলেন।

এদিকে সুমন্ত্র অযোধ্যায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, অযোধ্যাপুরী আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ; পুরবাসীরা শোকসাগরে নিমগ্ন। কেহই সুস্থচিত্ত নহে। তিনি প্রথমে রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া রামচন্দ্রের অযোধ্যা হইতে যাত্রাবধি সুরসরিৎ উত্তরণ পর্য্যন্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। রাজা শ্রবণমাত্র মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা সুমন্ত্রকে প্রত্যাগত দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া কহিলেন, সুমন্ত্র! তুমি আমার রাম, লক্ষ্মণ ও সীতাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? কি বলিয়াই বা তাঁহাদিগকে বিদায় দিলে? তাঁহারা সেই সিংহ শার্দ্দূল প্রভৃতি শ্বাপদ সমাকুল ভয়ঙ্কর দুর্গম অরণ্যে

কিরূপে বাস করিবেন? যাঁহারা নানাবিধ সুস্বাদু উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে কিরূপে কটু কষায়িত বন্য ফলমূল আহার করিয়া জীবন ধারণ করিবেন? যাঁহারা এই সুসমৃদ্ধ অট্টালিকামধ্যে সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেন, তাঁহারা এক্ষণে কিরূপে পর্ণশালাতে তৃণশয্যায় শয়ন করিবেন? যাঁহারা এই অযোধ্যানগরের প্রশস্ত রাজপথে যানারূঢ় হইয়া গমন করিতেন, তাঁহারা এক্ষণে কিরূপে কণ্টকময় দুর্গম অরণ্যে পদাতি হইয়া পরিভ্রমণ করিবেন? ভৃত্যগণ ছায়ার ন্যায় অনুগত থাকিয়া যাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিত, তাঁহারা কিরূপে সেই ভীষণ অরণ্যে স্বয়ং বল্কল আহরণ করিয়া পরিধান করিবেন? অতএব তুমি আমাকে সেই স্থানে লইয়া চল, আমি একবার রামচন্দ্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া তাপিত হৃদয় শীতল করি।

সুমন্ত্র সান্ত্বনা বাক্যে কৌশল্যাকে কহিলেন, দেবি! আপনি ধর্ম্মশীল মহাত্মা রামের নিমিত্ত চিন্তা করিবেন না। তিনি মহাপুরুষ; তাঁহার চিত্ত সামান্যজনের ন্যায় ভোগলালসার পরতন্ত্র নহে। তিনি যে স্থানে অবস্থান করেন, সেই স্থানেই সুখী হন। সৌমিত্রি ও পতিপরায়ণা সীতা নিরন্তর তাঁহার শুশ্রূষায় রত আছেন। তাঁহার অধিষ্ঠানে সিংহ ব্যাঘ্রাদি আরণ্য সত্ত্ব সকল জাতিবৈর পরিত্যাগ করিয়া একত্র অবস্থান করিতেছে। তাঁহাদিগের নিমিত্ত আপনার কোন শঙ্কা নাই। আপনি শোক পরি-

ত্যাগ করুন। এইরূপ প্রবোধ বাক্যে কৌশল্যাকে আশ্বাস দিয়া প্রস্থান করিলেন।

রাজা দশরথ রামচন্দ্রের বিবাসন দিনাবধি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয় নিরন্তর শোকানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। সর্ব্ব বিষয়েই তাঁহার বিদ্বেষ জন্মিল। ক্রমে ক্রমে শরীর শীর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার অন্তিমদশা উপস্থিত হইল। তিনি এক দিবস নিশীথ সময়ে কৌশল্যাকে বলিলেন, প্রিয়ে! মনুষ্যকে শুভাশুভ কর্ম্মের ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। আমি পূর্ব্বে অতি দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহারই প্রতিফল পাইতেছি। আমি শব্দভেদী বাণশিক্ষা করিয়াছিলাম। তাহার পরীক্ষার্থ এক দিন বর্ষাকালে ঘনতিমিরাবৃত রজনীতে মৃগয়ার্থী হইয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণপূর্ব্বক সরযূতীরে এক নিভৃত স্থানে অন্তর্হিত হইয়াছিলাম। ইত্যবসরে এক মুনিকুমার জল গ্রহণার্থ উদকুম্ভ হস্তে লইয়া ঐ নদী তীরে আগত হইলেন। আমি তাঁহার কুম্ভ পূরণের শব্দ শ্রবণ করিয়া দ্বিরদবৃংহিত ভ্রমে সেই শব্দভেদী বাণ পরিত্যাগ করিলাম। বাণ পরিত্যাগ করিবামাত্র "হা তাত!" এই করুণ শব্দ আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তখন আমি অতি বিষণ্ণ হইয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলাম। দেখিলাম, জটাজিনধারী কৌমারব্রহ্মচারী তেজঃপুঞ্জশরীর এক অপূর্ব্ব মুনিকুমার শরবিদ্ধ ও শোণিতাক্ত কলেবর হইয়া "হা তাত! হা

মাতঃ! আমি হত হইলাম, হায়! কোন্ দুরাত্মা পামর আমার প্রাণসংহার করিল? আমার পিতা মাতা অন্ধ, পলিতকায় ও চলৎশক্তিরহিত। তাঁহাদের আর কেহই নাই। কিরূপে তাঁহারা জীবন ধারণ করিবেন? কে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিবে? ক্ষুধাতুর হইলে কে তাঁহাদের বুভুক্ষা নিবারণ করিবে? তৃষ্ণার্ত্ত হইলে কে তাঁহাদের পিপাসা নিবারণ করিবে? হা নৃশংস নরাধম! লোভান্ধ হইয়া এককালে জীবত্রয়কে সংহার করিলি!" এইরূপ বিলাপ করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ও তাঁহার পরিদেবন বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি হতবুদ্ধি হইলাম। শরীর রোমাঞ্চিত হইল। যেন সেই শল্য আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। আমি কি করিব, কিরূপেই বা ঋষিকুমারের জীবন রক্ষা করিব, এই চিন্তায় অস্থির হইলাম। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া বলিলাম, হে মুনিকুমার! এই পাপাত্মা নরাধম অজ্ঞানবশতঃ আপনার প্রতি শরক্ষেপ করিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি? আমি ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা করিলাম, আমার কি গতি হইবে? বলিয়া দিন।

তপোধনযুবা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, আর কি উপায় আছে। প্রাণ আমার কণ্ঠাগত হইয়াছে। আমার অন্ধ পিতা মাতা পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া আমার আশায় আশ্বাসিত রহিয়াছেন। হয়ত তাঁহারাও এতক্ষণে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন। আমাদিগের আশ্রম নিকটবর্ত্তী। তুমি এই পথ দিয়া শীঘ্র গমন করিয়া জল

প্রদান দ্বারা তাঁহাদিগের প্রাণ রক্ষা কর। আর এই শল্য বজ্রাগ্নি সংস্পর্শের ন্যায় আমার হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। এ যন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। সত্বর শল্য উদ্ধৃত করিয়া আমার ক্লেশ শান্তি কর। তুমি ব্রহ্মহত্যার শঙ্কা করিও না। আমি ব্রাহ্মণ নহি। শূদ্রার গর্ভে ও ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ কবিয়াছি। এই বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। তাঁহার এইরূপ বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত আরও অতিশয় আকুল হইতে লাগিল, আমি তাঁহার জীবন রক্ষণে যত্ন-বান হইয়া অতি সাবধানে তাঁহার হৃদয় হইতে শল্য উদ্ধার করিলাম, কিন্তু কিছুতেই জীবন রক্ষা করিতে পারি-লাম না। তিনি মুহূর্ত্তকাল পরেই পরিবৃত্তনেত্র ও বিচেষ্ট-মান হইয়া দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর আমি শোকাকুলচিত্তে জলকুম্ভ হস্তে লইয়া মহাতপা অন্ধ তপোধনের আশ্রমে গমন করিলাম। তাপস তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত পুত্রের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; আমার পদশব্দ শ্রবণ করিবামাত্র বলিলেন, বৎস! তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পিপাসায় ক্লেশ দিয়া কি জলক্রীড়া করিতে হয়? তোমার জননী তৃষ্ণায় অতি কাতর হইয়াছেন, শীঘ্র জল প্রদান কর। আহা! তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব তনয়কে সংহার করিয়াছি। তিনি পুত্রের প্রত্যুত্তর না পাইয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, বৎস! তুমি আমাদের প্রতি কি কুপিত হইয়াছ? নিস্তব্ধ

রহিল কেন? অন্ধ পিতা মাতার প্রতি কোপ করা উচিত নহে। তুমিই আমাদের চক্ষুঃ। তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব ধন। তোমার সুধাময় বাক্য শ্রবণ করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি। তাহাতেও বঞ্চিত করিলে কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব। অতএব বৎস! কথা কহিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর কর। তুমি অন্ধের যষ্টি, তুমি বই আমাদের আর কেহই নাই। মহর্ষির এইরূপ কাতর বাক্য শ্রবণে আমার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে লাগিল। তখন আমার মনে মনে কত ক্ষোভ, কত অনুতাপ ও কত শঙ্কার উদয় হইতে লাগিল। আমি কি করিয়া ঋষির নিকটে গমন করিব, কেমন করিয়াই বা এই নিদারুণ বাক্য তাঁহার কর্ণগোচর করিব, এই চিন্তায় বেপমান ও বিহ্বল হইলাম। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বাষ্পগদ্গদস্বরে নিবেদন করিলাম, ভগবন্! আমি আপনার পুত্র নহি। আমি অতি নরাধম, রঘুকুলোদ্ভব, আমার নাম দশরথ। আমি অতি ঘোরতর পাপাচরণ করিয়া আপনকার নিকটে আসিয়াছি, যাহাতে আমার পরিত্রাণ হয়, আপনি অনুকম্পা করিয়া তাহা করুন। এই বলিয়া তাঁহার পুত্রের নিধন বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলাম।

অন্ধদম্পতী শ্রবণ করিবামাত্র অধীর হইয়া ধরাতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন, কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহাদের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা হা বৎস! তুমি কোথায় রহিয়াছ? তোমার অন্ধ পিতা মাতার কি উপায় করিয়া গেলে?

কে আর আমাদিগকে সেবা ভক্তি করিবে? কে আমাদিগকে স্নেহবাক্যে সম্ভাষণ করিবে? কে আর আমাদের দুঃখে দুঃখী হইবে? তুমিই আমাদের নয়ন, তুমিই আমাদিগের বল, তুমিই আমাদিগের বুদ্ধি, ও জীবনোপায়। তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে প্রাণধারণ করিব? আর দগ্ধ জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? হা পাষাণ হৃদয়! তুমি এখন পর্য্যন্তও বিদীর্ণ হইতেছ না কেন? হা দুরাত্মন্ কৃতান্ত! অন্ধের সর্ব্বস্বধন হরণ করিয়া তোমার কি পৌরুষ বৃদ্ধি হইল? হা নৃশংস নৃপাধম! তুই রঘুকুলোদ্ভব হইয়া যথার্থ চণ্ডালের কর্ম্ম করিলি। এইরূপে করুণস্বরে রোদন করিয়া আমাকে বলিলেন, রে দুরাত্মন্! তুই যে স্থানে আমার পুত্রকে সংহার করিয়াছিস্, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া চল। আমরা একবার জন্মের মত তনয়কে স্পর্শ করিয়া সন্তপ্ত অঙ্গ শীতল করি। তাঁহাদিগের এইরূপ বাক্যে অতি ম্রিয়মাণ ও বিষণ্ণ হইয়া তঁহাদিগকে মৃত পুত্রের নিকট লইয়া গেলাম। তাঁহারা পুত্রের শরীর স্পর্শ করিয়া আর্ত্তস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। মুনিপত্নী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন করিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন বৎস! গাত্রোত্থান কর। আর জননীকে ক্লেশ দিও না। আমাকে মা বলিয়া ডাকে এমত আর কেহই নাই। তুমি একবার মা বলিয়া আমার কর্ণ ও হৃদয় শীতল কর। এইরূপ বিলাপ করিয়া ধূলিতে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। অন্ধ মুনি

পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, বৎস! আমি তোমার পিতা, এই তোমার স্নেহময়ী জননী, আমাদিগকে সম্ভাষণ করিতেছ না কেন? তুমি আমাদিগের প্রতি সমস্ত দয়া মায়া বিস্মৃত হইয়া গেলে? কে আর আমাদিগকে অরণ্য হইতে ফল মুল আনিয়া দিবে? আমি অন্ধ শক্তিহীন, কিরূপে তোমার অন্ধ জননীকে ভরণ পোষণ করিব? আর আমি রাত্রিশেষে কাহার বেদপাঠ শ্রবণ করিয়া কর্ণ শীতল করিব? বৎস! তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল জীবন ধারণে সমর্থ নহি। আমরা তোমার সহিত গমন করিয়া কৃতান্তের নিকট তোমাকে ভিক্ষা করিয়া লইব। এইরূপে রোদন করিতে লাগিলেন। পরিশেষে মহর্ষি পুত্রের ঔর্দ্ধ-দেহিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া রোষান্বিত হইয়া আমাকে এই অভিশাপ দিলেন, রে নরাধম! যেমন তুই আমাদিগের জরাজীর্ণ শরীরে পুত্রশোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলি, যেমন আমাদিগকে শেষ দশায় পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিতে হইল, তেমনি তোমাকেও অন্তিম কালে পুত্র পুত্র করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। দশরথ এইরূপে শাপ-বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া বলিলেন, বোধ হয় সেই অভিশাপ অদ্য ফলোন্মুখ হইয়াছে। আর আমি চক্ষুতে দেখিতে পাই না; কর্ণেও শুনিতে পাই না; আমার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইতেছে। এক্ষণে প্রিয়দর্শন রাম আমার গাত্র স্পর্শ করিলেই শরীর শীতল হয়। তাঁহাকে দেখিলেই আমি সুস্থ হইতে পারি। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! হা সীতে!

তোমরা কোথায় রহিলে, একবার দেখা দিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। এই কথা বলিয়া রাজা নয়নদ্বয় নিমীলন ও মৌনভাব অবলম্বন করিলেন।

কৌশল্যা তাঁহাকে তুষ্ণীম্ভূত দেখিয়া বোধ করিলেন রাজা নিদ্রিত হইলেন। কিন্তু রাজা যে দীর্ঘ নিদ্রা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। কৌশল্যা বিলাপ করিয়া অতিশয় কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং অবিলম্বে নিদ্রাভিভূতা হইলেন। যামিনী প্রভাত হইল। বন্দিগণ আসিয়া রাজার নিদ্রা ভঙ্গের নিমিত্ত স্তুতিপাঠ করিতে লাগিল। রাজা কোনরূপেই বিনিদ্র হইলেন না। তখন রাজমহিষীগণ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ঠ হইয়া দেখিলেন রাজার নিমীলিত নয়ন, শরীর নিস্পন্দ, মুখ ম্লান ও শ্বাস রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। পতিকে এরূপ দেখিলে কে সুস্থির হইতে পারে? তাঁহারা সকলেই উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন। কেহ শিরস্তাড়ন কেহ বা হৃদয়ে করাঘাত করিতে লাগিলেন। কেহবা ভূতলে পতিত হইলেন। সুমিত্রাদেবী মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। পতিপ্রাণা কৌশল্যা পুত্রশোকে শীর্ণ ও মৃতপ্রায়া হইয়াছিলেন, পতিবিয়োগ তাঁহার অতিশয় অসহ্য হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় যেন শতধা হইয়া বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি ভর্ত্তার চরণযুগল গ্রহণ করিয়া কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা নাথ! হা জীবিতেশ! আপনি আমাদিগের প্রতি স্নেহশূন্য হইয়া কোথায় চলিলেন? কে আর

আমাদিগকে প্রিয়বাক্যে পরিতুষ্ট করিবে? আপনি আমাদিগকে চিরবিরহিণী ও চিরদুঃখিনী করিলেন। আপনিই যথার্থ পুণ্যাত্মা আপনিই যথার্থ সাধু, আপনি অনায়াসে শোকসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আপনাকে আর রামের বিয়োগ জন্য দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল না। আমি অতি হতভাগ্য। কেবল দুঃখ ভোগ করিবার নিমিত্ত জীবীত রহিলাম। হা রাম! হা লক্ষ্মণ! তোমরা পিতৃহীন হইলে। তোমাদের পিতা তোমাদের অদর্শনে পৃথিবী পরিত্যাগ করিলেন। হা দুরাচারিণি কৈকেয়ি! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল। তোমার কার্য্যাকার্য্য বিবেচনা নাই, ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ নাই, লোকলজ্জার ভয় নাই, নিন্দা বা মানহানির শঙ্কা নাই। তুমি অর্থ লালসায়. এই বিষম অনর্থ ঘটাইলে। তোমা হইতেই এই সর্ব্বনাশ হইল। হা দুরাকাঙ্ক্ষিণি! তোমার অসাধ্য কিছুই নাই। তুমি পুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়া পতিহত্যার পাপে লিপ্ত হইলে। হে নাথ! আমি শোকবিমোহিত হইয়া আপনার নিকটে যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

মহর্ষি বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ প্রভৃতি অমাত্য ও বান্ধবগণ রাজার পরলোক প্রাপ্তির সমাচার শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন এবং রাজভবনে উপস্থিত হইয়া সকলকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সুমন্ত্র

তপোনিধি বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন রামচন্দ্র অরণ্যে গমন করিয়াছেন। লক্ষ্মণও তাঁহার সহিত অরণ্য বাস আশ্রয় করিয়াছেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন উভয়েই মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। রাষ্ট্র রাজশূন্য হইল। এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? রাজ্য অরাজক হইলে বহু অনিষ্ঠ ঘটনা হইবে। দস্যু তস্করেরা নির্ভয়ে উপদ্রব করিবে। প্রজাগণ সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হইবে না। বলবান্ লোকেরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া লইবে। সকলই ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠানে পরাঙ্মুখ হইয়া সতত পাপপঙ্কে লিপ্ত হইবে। অতএব এক ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করা কর্ত্তব্য।

বশিষ্ঠদেব সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া ভরতের আনয়নার্থ কার্য্যদক্ষ দূতদিগকে গিরিব্রজপুরে পাঠাইয়া দিলেন এবং নরপতিকে তৈলদ্রোণীতে নিক্ষেপ করিলেন। দূতগণ আদেশমাত্র ত্বরান্বিত হইয়া হস্তিনা পাঞ্চাল প্রভৃতি নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া সপ্ত দিবসে গিরিব্রজপুরে উপস্থিত হইল। যে দিবস দূতেরা গিরিব্রজপুরে উপস্থিত হয়, তাহার পূর্ব্বরাত্রে ভরত দুঃস্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বয়স্যগণের নিকট বিষণ্ণবদনে বলিলেন বয়স্যগণ! আমি রজনীশেষে অতি অমঙ্গল সূচক স্বপ্নদর্শন করিয়াছি, যেন চন্দ্রমা ভূতলে পতিত হইয়াছেন। দিবাকর রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন। অম্ভোনিধি শুষ্ক হইতেছে। মহাদ্রুম সকল উৎপাটিত হইতেছে।

শৈলশিখর ভূমিসাৎ হইতেছে। পিতা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতেছেন। আমি কখন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে পতিত, কখন বা গোময় হ্রদে নিমগ্ন হইতেছি। কখন বা ক্রন্দন, কখন বা হাস্য করিতেছি। এইরূপ অশুভ স্বপ্ন দর্শনে আমার মন অতি ব্যাকুল হইয়াছে, আর আমি স্থির হইতে পারি না। কিরূপে অযোধ্যার সম্বাদ প্রাপ্ত হইব। ভরত এইরূপে অমঙ্গল স্বপ্নদর্শন বর্ণন করিতেছেন এমত সময়ে অযোধ্যাবাসী দূতগণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি সহসা দূতদিগকে সমাগত দেখিয়া অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইয়া অযোধ্যার কুশল সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন।

দূতগণ রামের বনবাস ও রাজার মৃত্যু বৃত্তান্ত গোপন করিয়া সম্ভ্রান্ত হইয়া স্খলিতস্বরে নিবেদন করিল নৃপকুমার! সমুদায়ই মঙ্গল। নৃপতি আপনাদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নিতান্ত উৎসুক হইয়াছেন। অতএব আপনারা সত্বর অযোধ্যা গমনের উদ্‌যোগ করুন। দূতগণ প্রকৃত কথা গোপন করিল। কিন্তু ভরত তাহাদের ভাব দর্শনে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন অযোধ্যায় অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া মাতামহের নিকট অযোধ্যা গমনের অনুমতি গ্রহণ করিলেন। কেকয়রাজ তাঁহাদিগকে নানাবিধ রত্ন ও অলঙ্কারাদি প্রদান করিয়া বিদায় করিয়া দিলেন। তাঁহারা তৎক্ষণাৎ রথারূঢ় হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া

সাত দিনে অযোধ্যানগরের সন্নিকর্ষে উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বলিলেন সারথে! যে অযোধ্যাবাসী জনগণের কোলাহল শব্দ বহুদূর হইতে শ্রুতিগোচর হইত, সেই অযোধ্যা অদ্য নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ দৃষ্ট হইতেছে। রাজপথ জনশূন্য হইয়াছে। নট নর্ত্তকেরা নৃত্যগীত পরিত্যাগ করিয়াছে। অযোধ্যাকে শ্রীভ্রষ্টের ন্যায় দেখাইতেছে কারণ কি? এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভরতের মন পিতার অনিষ্ট শঙ্কায় আকুলিত হইয়াছিল। অতএব তিনি অন্য কোন স্থানে বিলম্ব না করিয়া অগ্রে পিতার বাসভবনে গমন করিলেন। তথায় পিতাকে দেখিতে না পাইয়া মাতৃসমীপে গমন করিয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলেন।

কৈকেয়ী পুত্রকে বহুদিনের পর আগত দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে পিত্রালয়ের কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত সংক্ষেপে মাতামহগৃহের কুশল সম্বাদ প্রদান করিয়া বলিলেন মাতঃ! অদ্য আমি অযোধ্যাবাসী সকলকেই নিরুৎসাহ ও নিরানন্দ দেখিতেছি, পিতাকেও তাঁহার গৃহে দেখিতে পাইলাম না ইহার কারণ কি? আমার মন অতি উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। আপনি কারণ বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন। কৈকেয়ী কহিলেন বৎস! মহারাজ তোমার প্রতি রাজ্যভার অর্পন করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। ভরত এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিবমাত্র ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ক্ষিতিতলে পতিত হইয়া রোদন করিতে

লাগিলেন। কৈকেয়ী রোরুদ্যমান ভরতকে সান্ত্বনা করিয়া বলিলেন পুত্র! তোমার ধর্ম্মপরায়ণ পিতা এস্থান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থানে গমন করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা উচিত হয় না। এক্ষণে যাহাতে রাজ্য সুশাসিত হয়, তাহার উপায় কর।

ভরত অতিশয় দুঃখিত হইয়া বলিলেন মাতঃ! রাজা প্রিয়পুত্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবেন অথবা যজ্ঞ করিবেন এই মনে করিয়া আমি সত্বর আসিয়াছি। কিন্তু আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়া পিতার মরণ সমাচার শ্রবণ করিলাম। আমার তুল্য অধম আর নাই। আমি পিতার মরণ সময়ে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে পারিলাম না। রাম ও লক্ষ্মণ ইহারাই ধন্য। তাঁহারা পিতার অন্তিমকাল কর্ত্তব্য সমুদয় করিয়াছেন। হে মাতঃ! আমার পিতা কি ব্যাধি বশতঃ লোকান্তর গমন করিয়াছেন? মৃত্যুকালেই বা আমার হিতার্থ কি কথা বলিয়া গিয়াছেন? আপনি বিশেষ করিয়া তৎসমুদায় আমাকে বলুন। কৈকেয়ী বলিলেন তোমার পিতা হা রাম! হা লক্ষ্মণ! এই বলিয়া কাতরস্বরে বহু বিলাপ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ভরত দ্বিতীয় অপ্রিয় কথা শ্রবণে অতি বিষণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ কোথায় গিয়াছেন? পুত্র রাজ্যলোভে সন্তুষ্ট হইবে মনে করিয়া নির্লজ্জা কৈকেয়ী বলিলেন, বৎস! তোমার পিতা রামকে অরণ্যবাসে নিযুক্ত করিয়া এবং তোমাকে রাজ্যভার দিয়া

পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আর লক্ষ্মণ ও সীতা শ্রীরামের সহিত গমন করিয়াছেন।

ভরত জিজ্ঞাসা করিলেন, পিতা প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়-তম রামকে কি অপরাধে বনে নির্ব্বাসিত করিলেন? রাম কি ব্রাহ্মণবধ, ব্রহ্মস্ব-হরণ, অথবা প্রজাপীড়ন করিয়া-ছিলেন? কৈকেয়ী কহিলেন, বৎস! পরম ধার্ম্মিক রাম কুকর্ম্ম করিবেন ইহা কোন ক্রমেই সম্ভাবিত নহে। আমি রামের যৌবরাজ্যাভিষেক সম্বাদ শ্রবণ করিয়া রাজার নিকটে তোমার রাজ্যাভিষেক ও রামের চতুর্দ্দশবর্ষ বনবাস প্রার্থনা করিয়াছিলাম। রাজা আমার অভিলষিত বর প্রদান করিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন। আমি তোমার নিমিত্তই এই পরিশ্রম করিয়াছি। অতএব তুমি রাজ্যগ্রহণ করিয়া আমার শ্রম সফল কর।

ভরত পিতার মৃত্যু ও ভ্রাতার বনবাসের কথা শ্রবণ করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া কহিলেন, মাতঃ! তুমি নিরপরাধ রামকে বনে নির্ব্বাসিত করিয়া স্বয়ং ঘোরতর নরকে গমন করিলে, আমাকেও অযশভাগী করিলে। পিতা ও পিতৃতুল্য ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, আর আমার রাজ্য ও ভোগ সুখের প্রয়োজন কি? আমি প্রাণত্যাগ করি, তুমি সুখী হও। এই দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহন করি আমার এরূপ সামর্থ্য নাই। সামর্থ্য হইলেও আমি তোমার মনোরথ পূর্ণ করিব না। আমি শ্রীরামকে

বন হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া স্বয়ং চতুর্দ্দশবর্ষ বনে বাস করিব। এই কথা কহিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন।

শত্রুঘ্ন ভরতের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং কৈকেয়ী কুব্জার বাক্যের বশীভূত হইয়া রামকে প্রব্রাজিত করিয়াছেন শুনিয়া কহিতে লাগিলেন রাম বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান হইয়া স্ত্রীলোকের কথায় বন গমন করিলেন কেন? আর বলবীর্য্যাস্ত্রসম্পন্ন লক্ষ্মণ পিতৃবাক্য গ্রহণ না করিয়া বলপূর্ব্বক রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন না কেন? রোষলোহিতাক্ষ শত্রুঘ্ন এইরূপ আক্ষেপ করিতেছিলেন এমত সময়ে কুব্জা শুভ্র বসন ও আভরণে ভূষিত হইয়া দ্বার দেশে আগত হইল। ভরত তাহাকে দেখিয়া শত্রুঘ্নকে কহিলেন, ভ্রাতঃ! এই পাপয়সী হইতেই আমাদিগের এত অনর্থ আপতিত হইয়াছে।

শত্রুঘ্ন ঐ কথা শ্রবণমাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া কুব্জার গলদেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাহার বদন পাংশু দ্বারা পরিপূরিত করিয়া বলিতে লাগিলেন রে পাপীয়সি! তুই এই সর্ব্বনাশের মূল; অদ্যই তোকে শমনভবনে প্রেরণ করিব। এই বলিয়া ক্ষিতিতলে ফেলিয়া আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। কুব্জার সখীগণ ভয়ে বিহ্বল হইয়া উচ্চৈঃ-স্বরে চিৎকার করিতে লাগিল। কৈকেয়ী কুব্জার দুর্দ্দশা দর্শনে দুঃখিত হইয়া তাহার প্রাণরক্ষার্থ ভরতকে অনু-

রোধ করিতে লাগিলেন। ভরত শত্রুঘ্নকে বলিলেন ভ্রাতঃ! ক্ষান্ত হও। স্ত্রীজাতি অবধ্যা; বিশেষতঃ কুব্জা পরপ্রেষ্যা; ইহাকে বধ করিলে অযশ হইবে এবং রামচন্দ্র জানিতে পারিলে তোমাকে ও আমাকে পরিত্যাগ করিবেন। শত্রুঘ্ন ভ্রাতৃবাক্যে কুব্জাকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর ভরত শত্রুঘ্নকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন ভ্রাতঃ! সকলই অদৃষ্টায়ত্ত! মনুষ্য অদৃষ্টের বশবর্ত্তী হইয়াই সুখ দুঃখভোগ ও সৎ ও অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি বিধান করিয়া থাকে। আমার মাতা দুর্দ্দৈব বশতঃ এই গর্হিত অযশস্কর কার্য্য করিয়াছেন। দৈবই সর্ব্বগুণান্বিত সুখোচিত রামচন্দ্রকে দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে। আমি বিলক্ষণ বুঝিতেছি আমার জননী দৈবপাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া লোকবিগর্হিত কর্ম্ম করিয়াছেন। কিন্তু আমি কিরূপে মাতা কৌশল্যার সহিত সাক্ষাৎ করিব, তিনিই বা কি মনে করিবেন, এই ভাবিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে। যাহা হউক, চল একবার জ্যেষ্ঠা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসি। এই কথা বলিয়া শত্রুঘ্নের সহিত কৌশল্যার নিকট গমন করিলেন। কৌশল্যাও তাঁহাদিগের আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেছিলেন। ভরত ও শত্রুঘ্ন কৌশল্যাকে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কৌশল্যা তাঁহাদিগকে ভূমি হইতে তুলিয়া পরুষবচনে

বলিলেন ভরত! তুমি, যে রাজ্যলাভের অভিলাষ করিয়াছিলে, তোমার মাতা চাতুরী করিয়া তাহা প্রার্থনা করিয়া লইয়াছেন। তুমি এক্ষণে সেই লব্ধরাজ্য অকণ্টকে ভোগ কর। আমার পুত্র রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত যে স্থানে গমন করিয়াছেন, আমিও সুমিত্রার সহিত সেই স্থানেই গমন করিব। তুমি আমাকে লইয়া চল।

ভরত এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক কৌশল্যাকে বলিলেন, মাতঃ! আপনি সবিশেষ না জানিয়া অকারণ ভর্ৎসনা করিতেছেন। আমি ইহার কিছুমাত্র জানি না। রামের প্রতি আমার যে স্থির ভক্তি ও প্রীতি আছে তাহা আপনি অবগত আছেন। আমি যদি রাজ্যলোলুপ হইয়া রামের বনবাসে সম্মতি প্রদান করিয়া থাকি, তাহা হইলেই মিত্রদ্রোহী, কৃতঘ্ন, গুরুহন্তা, মিথ্যাবাদী ও পরস্বাপহারীর যে পাতক হয়, আমি সেই পাপে লিপ্ত হইব। ভরত এইরূপ বারম্বার শপথ করাতে কৌশল্যা কহিলেন, বৎস! তুমি শুদ্ধস্বভাব ধার্ম্মিক; তোমার কোন দোষ নাই, ইহা আমার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে। তুমি আর এরূপ শপথ করিও না। তুমি রামের ন্যায় যে, ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই, ইহা আমার আনন্দের বিষয়। এক্ষণে তোমার প্রতীক্ষায় রাজার শরীর তৈলদ্রোণীতে নিহিত রহিয়াছে। তুমি তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিধিবৎ সম্পাদন করিয়া পরম সুখে প্রজা-

পালন কর, এবং দীর্ঘজীবী হইয়া স্বকুলোচিত ধর্ম্ম লাভ কর।

কৌশল্যার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভরতের শোক-সাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। তিনি নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। দিবাকর অস্তগত হইল। বশিষ্ঠদেব, বামদেব প্রভৃতি অমাত্যগণ, ভরত আসিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। দেখিলেন, ভরত অধোমুখ হইয়া রোদন করিতেছেন। বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে বলিলেন, রাজকুমার! যে ব্যক্তি আপৎকালে ধৈর্য্যশালী হইয়া কর্ত্তব্যকার্য্যের অনুষ্ঠানে সমর্থ হয়, লোকে তাহাকেই পণ্ডিত বলে। তুমি বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া এরূপ শোকার্ত্ত হইতেছ কেন? পণ্ডিত ব্যক্তি সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইলেও শোক, মোহের বশীভূত হন না। যদি শোক বা রোদন করিলে মৃতব্যক্তি পুনর্জীবিত হইত, তাহা হইলে আমরা সকলেই রোদন করিয়া মহা-রাজকে পুনর্জীবিত করিতাম। অতএব শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য পিতার ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পাদন কর। অশ্রুজল মোচন করিলে স্বর্গত ব্যক্তি স্বর্গ হইতে নিপতিত হয়। তুমি অশ্রুজল পরিত্যাগ করিয়া পিতাকে স্বর্গ হইতে পাতিত করিও না। যাহাতে তাঁহার সদ্গতি হয় তাহা কর। ভরতকে এইরূপে সান্ত্বনা করিয়া তাঁহারা যথাস্থানে গমন করিলেন। ভরত অতি দুঃখে সে রজনী অতিবাহিত করিলেন। পরদিন সূর্য্যোদয়

হইলে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযোগী যাবতীয় দ্রব্য সামগ্রী আহৃত হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন অমাত্যগণের সহিত যথা-শাস্ত্র রাজার অগ্নিসংস্কার করিলেন। তাঁহারা রাজার দাহাদি কার্য্য করিয়া পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; পুরবাসীরা পুনর্ব্বার ক্রন্দনকোলাহল করিয়া উঠিল। ভরত অতিশয় শোকাতুর হইয়া অশৌচ-কালোচিত যত্যাচার করিতে লাগিলেন। দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে, ভরত পিতার শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়া যথাবিধি সম্পন্ন করিলেন। মন্ত্রিগণ তাঁহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার মানসে একটী সভা করিলেন। অমাত্য, বান্ধব ও সভাসদ্‌গণ সকলেই সভায় উপস্থিত হইলেন। সভামধ্যে ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব ভরতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নৃপকুমার! মহারাজ এই ধনধান্যবতী সুসমৃদ্ধ রাজ সম্পত্তি তোমাকে প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও পিতৃ-আজ্ঞা প্রতিপালনার্থ এই অকণ্টক রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিয়াছেন। নানাদেশীয় নৃপগণ নানাবিধ রত্ন উপহার দিতেছেন। প্রধান প্রধান প্রজাগণ ও অমাত্যগণ সভা-মধ্যে উপস্থিত আছেন, সকলেরই অভিলাষ যে তুমি অভিষিক্ত হইয়া রাজধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন কর।

ভরত বশিষ্ঠদেবের এই কথা শুনিয়া অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন মহর্ষে! বুদ্ধিমান, ধার্ম্মিক, সর্ব্বগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসত্ত্বে আপনি আমাকে কিরূপে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিতেছেন। রামচন্দ্রই এই রাজ্যের

অধিকারী। তিনি বর্ত্তমানে যদি আমি রাজ্য গ্রহণ করি, তাহা হইলে আমার রাজ্য অপহরণ করা হইবে। আমি ইক্ষ্বাকুকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া এই অস্বর্গ্য ও অযশস্কর পাপ কর্ম্ম করিয়া সেই নিষ্কলঙ্ক কুল কলঙ্কিত করিতে অভিলাষ করি না। আমি রামচন্দ্রকে অরণ্য হইতে আনয়ন করিবার চেষ্টা করিব, যদি একান্তই তাঁহার মত পরিবর্ত্তনে সমর্থ না হই, তাহা হইলে আমিও লক্ষ্মণের ন্যায় তাঁহার অনুচর হইয়া সেই বনে বাস করিব। আমি সেই সর্ব্বগুণাকর রামচন্দ্র ব্যতিরেকে ক্ষণকাল অযোধ্যায় বাস করিতে সমর্থ নহি। পিতা লোকান্তর গমন করিয়াছেন, এক্ষণে সেই জ্যেষ্ঠভ্রাতাই পিতার ন্যায় আমার রক্ষাকর্ত্তা। সভাসদ্‌গণ ভরতের ন্যায়ানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর ভরত রামের আনয়নার্থ অরণ্যগমনের উদ্‌যোগ করিলেন। হস্তী, অশ্ব, রথ প্রভৃতি চতুরঙ্গসেনা সুসজ্জিত হইল। পুরবাসীরা ভরতের সহিত রামসন্নিধানে গমনোদ্যত হইল। কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা প্রভৃতি পুরপুরন্ধ্রীগণ রাম সন্দর্শনে সমুৎসুক হইয়া রথে আরূঢ় হইলেন। এইরূপে সমুদায় উদ্‌যোগ হইলে ভরত ও শত্রুঘ্ন পুরোহিত ও মন্ত্রিগণ বেষ্টিত হইয়া অরণ্যে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা তমসা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে নানা জনপদ অতিক্রম করিয়া শৃঙ্গবের পুরে উপস্থিত হইলেন।

তথায় গুহের নিকট শ্রীরাম ও লক্ষ্মণের জটাবন্ধন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় শোকসন্তপ্ত হইলেন। অনন্তর গুহ-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। নিষাদপতিও তাঁহাদিগের সমভিব্যাহারে গেলেন। ভরত ভরদ্বাজ তপোধনের আশ্রমের সন্নিহিত হইয়া মনে করিলেন, সমস্ত সৈন্য সামন্তের সহিত ঋষির আশ্রমে গমন করিলে আশ্রমপীড়া ও মহর্ষির কষ্ট হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া আশ্রমের কিঞ্চিৎ দূরে সেনাগণকে রাখিয়া বশিষ্ঠদেবের সহিত মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট গমন করিলেন। ভরদ্বাজ তপোধন তাঁহাদিগকে যথোচিত সমাদর পূর্ব্বক ভরত ও শত্রুঘ্নের পরিচয় লইয়া, রাজ্যের কুশল ও তাহাদিগের আগমন প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত ঋষির চরণে প্রণাম করিয়া পিতার পরলোক প্রাপ্তি ও রামের আনয়নার্থ আপনাদিগের সৈন্যসহ অরণ্যগমন বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। মহর্ষি শ্রবণ করিয়া হর্ষবিষাদজ অশ্রুমোচন পূর্ব্বক বলিলেন, ভরত! তুমি যথার্থই ইক্ষ্বাকুবংশের অবতংস, যেমন বংশে জন্ম, তদুপযুক্ত কার্য্য করিয়াছ, তোমাদ্বারাই কুল সমুজ্জ্বল হইয়াছে। এই কথা বলিয়া সৈন্য সামন্ত প্রভৃতি অনুচরগণকে আশ্রমে আনয়ন করিতে আদেশ করিলেন। ভরত তৎক্ষণাৎ তাঁহার আজ্ঞা সম্পাদন করিলেন।

তপোনিধি পরম প্রীত হইয়া অগ্নিগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক

আচমন করিয়া বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা সুরলোক হইতে, অবতীর্ণ হইলে, মুনি তাঁহাকে বলিলেন, আমি অতিথি সৎকার করিবার মানস করিয়াছি, তুমি তাহা পূর্ণ কর। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা মহর্ষির আদেশক্রমে তৎক্ষণাৎ সুসমৃদ্ধ রাজভবন নির্ম্মাণ করিলেন। এবং সুদৃশ্য মনোহর বস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহর্ষির যোগবলে নানাবিধ সুস্বাদু অন্ন পানাদি প্রস্তুত হইল। যাঁহার যাহা অভিরুচি, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। গন্ধর্ব্বগণ বীণাবাদন ও গান করিতে লাগিল। অপ্সরাগণ নৃত্য করিতে লাগিল। ভরত, শত্রুঘ্ন ও সেনাগণ ইচ্ছানুরূপ পান ভোজন করিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং মহর্ষির আশ্চর্য্য তপঃপ্রভাব দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়া তাঁহাকে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। তাহারা সে দিবস তথায় বাস করিয়া, রাত্রি প্রভাত হইলে মুনিকে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার উপদেশানুসারে চিত্রকূটের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ওদিকে রামচন্দ্র প্রিয়তমার সহিত গিরি ও বনবিহারার্থ বহির্গত হইয়া তত্রত্য নানা প্রদেশে পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। এই স্থানে নানাজাতীয় সুগন্ধি কুসুম, বিবিধ তরুলতা, গৈরিকাদি রাগ রঞ্জিত গিরিপ্রদেশ, সুরম্য নিকুঞ্জ, সুস্নিগ্ধ শিলাতল এবং অপূর্ব্ব অরণ্যশোভা সন্দর্শন করিয়া জনকনন্দিনী আনন্দে পরিপূর্ণ হইলেন। রামচন্দ্র স্বয়ং বৃক্ষ হইতে নানাবিধ সুরভিকুসুম অবচয়ন

করিয়া প্রিয়তমার বেশভূষা ও গৈরিকাদি দ্বারা ললাটে তিলক বিন্যাস করিয়া দিলেন। সীতাদেবীও বন্যকুসুমে বনমালা গাঁথিয়া প্রিয়তমের কণ্ঠে অর্পণ করিলেন। উভয়েরই অলৌকিক শোভা সম্পত্তি বৃদ্ধি হইল। এইরূপ বহুক্ষণ বনবিহার করিয়া তাঁহারা উভয়ে পর্ণকুটীরে প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ দশটী মৃগ বধ করিয়া তাহার কিঞ্চিৎ মাংস পাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পর্ণকুটীরে প্রবিষ্ট হইলে লক্ষ্মণ তাঁহাকে স্বকৃতকর্ম্মের পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি মৃগমাংস দর্শনে প্রীত হইয়া সীতাকে বলিলেন, প্রিয়ে! তুমি এই মাংস দ্বারা দেবতা ও ভূত-গণের বলি প্রদান কর। সীতা স্বামীর আদেশানুসারে তাহা সম্পাদন করিয়া রাম ও লক্ষ্মণকে ভোজন করা-ইলেন। পশ্চাৎ আপনি যৎকিঞ্চিৎ আহার করিয়া প্রাণ-ধারণ করিলেন। অবশিষ্ট মাংস শুষ্ক করিবার নিমিত্ত আতপে প্রদত্ত হইল। সীতা ভর্ত্তার আদেশানুসারে কাক হইতে তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কামরূপী বায়স আসিয়া সেই মাংস গ্রহণে লোলুপ হইয়া নানাপ্রকার চাতুর্য্য করিতে লাগিল। সীতা-দেবী তাহাকে নিবারণ করিতে লাগিলেন। ধূর্ত্ত বায়স নখ চঞ্চু ও পক্ষ দ্বারা সীতাকে প্রহার করিল। রামচন্দ্র তদ্দর্শনে প্রথমে কাককে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সে কোনক্রমে বারণ না মানিয়া পুনরায় সীতাকে বিরক্ত

করিতে লাগিল। তখন শ্রীরাম ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার দণ্ড-বিধানার্থ অমোঘ ঈষিকাস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন। কাক ভীত হইয়া নভোমণ্ডলে উড্ডীন হইল। দেবদত্ত বর-প্রভাবে তাহার গতি সর্ব্বত্রই অব্যাহত ছিল। কিন্তু নানা লোকে ভ্রমণ করিয়া কুত্রাপি আত্মরক্ষণে সমর্থ হইল না। ঈষিকাস্ত্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে লাগিল। পরিশেষে সেই পক্ষী নিরুপায় হইয়া শ্রীরামের চরণে নিপতিত হইল এবং মনুষ্যবাণী অবলম্বন করিয়া তাঁহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিল।

কৃপাময় রামচন্দ্র বলিলেন, রে বিহগ! তুই আমার শরণাগত হইয়াছিস্, অতএব তোর প্রাণরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি যে অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াছি, তাহা বিফল হইবার নহে। যদি তুই একটী অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিস্, তাহা হইলে প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। তখন কাক গত্যন্তর না পাইয়া বলিল, আমি একটা নেত্র পরিত্যাগ করিতেছি, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুণ। বিকলাঙ্গ হইয়া জীবিত থাকা মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেয়স্কর এই কথা কহিয়া কাক মৌনাবলম্বন করিল। ঈষিকাস্ত্র তাহার একটী চক্ষু বিনাশ করিয়া নিবৃত্ত হইল। কাকও তথা হইতে যথেপ্সিত স্থানে প্রস্থান করিল।

ওদিকে ভরত সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে বনশ্রেণীর রমণীয় শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে চিত্র-কূটের সন্নিহিত হইলেন। সেনাগণের কল কল ধ্বনি

রামচন্দ্রের শ্রুতিগোচর হইল। সিংহ, শার্দূল প্রভৃতি শ্বাপদগণ ভীত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করিতে লাগিল। মৃগকুল ব্যাকুল হইয়া ঊর্দ্ধমুখে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল। মাতঙ্গগণ বৃংহিতধ্বনি করিয়া নানাদিকে ধাবমান হইল। ঋক্ষগণ বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া বনান্তরে পলায়ন করিল। ব্যালগণ বিলান্তরে বিলীন হইয়া রহিল। বিহঙ্গমেরা ভয়চকিত হইয়া অন্তরীক্ষে উড্ডীন হইতে লাগিল। কিন্নরবধূরা কন্দর মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। রঘুনন্দন আরণ্য সত্ত্বগণের এরূপ আকস্মিক ভয় ও ক্ষোভ দর্শনে বিস্মিত হইয়া সৌমিত্রিকে তাহার কারণ জানিবার জন্য আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র সৌমিত্রি এক উচ্চতর বৃক্ষে আরোহণ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া দেখিলেন উত্তর দিক্ হইতে হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি প্রভৃতি কতগুলি সৈন্য তাঁহাদিগের অভিমুখে আগমন করিতেছে ইহা দেখিয়া তিনি সত্বর বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীরামের নিকটে নিবেদন করিলেন, মহাশয়! কতকগুলি সৈন্য দ্রুতবেগে আমাদিগের অভিমুখে আসিতেছে। অতএব আপনি শীঘ্র হোমাগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করুন আর সীতাদেবী অবিলম্বে গুহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করুন।

রামচন্দ্র বলিলেন লক্ষ্মণ! কোন শত্রুপক্ষ সংগ্রামার্থ সসৈন্য হইয়া আসিতেছে, কিম্বা কোন রাজা মৃগয়ার্থী

হইয়া অরণ্যে যাত্রা করিয়াছেন সবিশেষ অবগত না হইয়া সহসা সমরসজ্জা করা বিধেয় নহে। অগ্রে বিশেষ করিয়া জান। পশ্চাৎ সংগ্রামার্থ সজ্জিত হইব। লক্ষ্মণ এই কথা শুনিয়া পুনরায় সেই আগন্তুকগণের অভিমুখে গমন করিলেন। অবিলম্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক রোষতাম্রাক্ষ হইয়া কহিলেন, ভ্রাতঃ! পিতার হস্তী, অশ্ব, পদাতি প্রভৃতি সেনা সকল আমাদিগের দিকে ধাবমান হই তেছে, বোধ হয় আমরা জীবিত থাকিলে দুরাত্মা ভরত অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে পারিবে না, এই ভাবিয়া আমাদিগের বিনাশার্থ সসৈন্য আগমন করিতেছে। আমি অদ্য উহাকে সমরশায়ী করিয়া আপনাকে নিঃসপত্ন করিব। ভরত নিহত হইলে আপনি নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হইবেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া, সান্ত্বনাবাক্যে বলি- লেন, লক্ষ্মণ! ভরত তোমার কোন অনিষ্ট করেন নাই, তুমি কি নিমিত্ত তাঁহার নিধনাকাঙ্ক্ষী হইতেছ? আমি নিশ্চয় জানি ভ্রাতৃবৎসল ভরত মনেও আমাদিগের অনিষ্ট চিন্তা করেন না। তিনি আমাদিগের নির্ব্বাসন দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বয়ং আমাদিগকে দর্শন ও সীতাকে গৃহে প্রত্যানয়ন করিতে আসিতেছেন সন্দেহ নাই। তুমি অকারণ তাঁহার প্রতি কুপিত হইয়া নিষ্ঠুরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ কেন? পুত্র কখন পিতৃহত্যা করে না, ভ্রাতাও কখন ভ্রাতৃহন্তা হয় না। বোধ হয় তুমি রাজ্য লালসায়

ঈদৃশ লোকবিনিন্দিত পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছ। আমি ভরতকে বলিয়া তোমাকে রাজ্যপ্রদান করাইব। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন।

ভরত চিত্রকুটপর্ব্বতের সন্নিধানে সেনা সন্নিবেশ করিয়া বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি শীঘ্র আমার মাতৃগণকে আনয়ন করুন। এই বলিয়া শত্রুঘ্নের সহিত ভ্রাতার অন্বেষণে পর্ব্বতে অধিরোহণ করিলেন। সুমন্ত্র গুহ ও অন্যান্য সুহৃজ্জন তাঁহাদের পশ্চাৎ পাশ্চাৎ চলিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভরত কহিলেন, অমাত্যগণ! ঐ দেখ অগ্নি প্রজ্বালনার্থ কাষ্ঠ ও মৃগকরীষ সকল সঞ্চিত রহিয়াছে। পুষ্প ও ফল আহৃত রহিয়াছে। পরিধান-বল্কল বৃক্ষশাখায় লম্বমান রহিয়াছে। হোমাগ্নি হইতে ধূমরাশি অন্তরীক্ষে উত্থিত হইতেছে। বোধ হয় আশ্রমের সন্নিহিত হইয়াছি। চল আমরা সত্বর শ্রীরামচন্দ্রের আশ্রম অন্বেষণ করি।

অনন্তর এক মহতী পর্ণশালা দৃষ্টিগোচর হইল। ভরত ও শত্রুঘ্ন তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র জটা-বল্কলধারী হইয়া সীতা ও সৌমিত্রির সহিত উটজাঙ্গনে আসীন রহিয়াছেন, তদ্দর্শনে মনে করিতে লাগিলেন, হায়! ভ্রাতা আমার নিমিত্তই সর্ব্বসুখে বঞ্চিত হইয়া ঈদৃশ দুঃখার্ণবে মগ্ন হইয়াছেন। আমিই ইহাঁর সকল দুঃখের হেতু হইয়াছি, আমার এ জীবনে ধিক! যিনি সসাগরা

ধরিত্রীর রক্ষিতা, যাঁহার সন্নিধানে সতত চতুরঙ্গিণী সেনা ও সহচরগণ সজ্জিত হইয়া থাকিত, যাঁহার দর্শনোৎসুক জনগণে রাজপথ রুদ্ধ হইত, এক্ষণে তিনি বন্যমৃগগণে পরিবেষ্টিত রহিয়াছেন। পূর্ব্বে যে অঙ্গে পরিচারকগণ সুরভিচন্দনাদি গন্ধ দ্রব্য লেপন করিত, এক্ষণে সেই শরীর ধূলিধূষরিত হইতেছে। এরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীরামের চরণযুগল গ্রহণ পূর্ব্বক বাস্পরুদ্ধকণ্ঠে হা আর্য্য! এই বলিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শত্রুঘ্ন রোরুদ্যমান হইয়া রামচন্দ্রের পাদপদ্মে পতিত হইলেন।

শ্রীরামচন্দ্র তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুমোচন পূর্ব্বক বলিলেন ভ্রাতঃ! তুমি বৃদ্ধ পিতা মাতা ও রাজ্য সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আগমন করিয়াছ কেন? তোমাকে সহসা সমাগত দেখিয়া আমার মনে নানা অনিষ্ট শঙ্কার উদয় হইতেছে। শীঘ্র অযোধ্যার কুশল বার্ত্তা বলিয়া আমার উৎকণ্ঠিত চিত্তকে সুস্থির কর।

ভরত কৃতাঞ্জলি হইয়া বাস্পগদগদস্বরে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আপনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে আগমন করাতে বহু অনর্থ ঘটিয়াছে। আপনার বিয়োগে পিতা প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, মাতৃগণ অপার দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়াছেন, প্রজারা অনাথ হইয়াছে, রাজ্য বিশৃঙ্খল হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র পিতার মৃত্যুবৃত্তান্ত শ্রবণে একান্ত অধীর হইয়া ক্ষিতিতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত

হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে, হা পিতঃ! হা পুত্রবৎসল! আপনি আমার নিমিত্ত প্রাণত্যাগ করি-লেন। কিন্তু আমি আপনার এমনি কুপুত্র জন্মিয়াছিলাম যে, আপনার অন্তকালে পুত্রোচিত কোন কার্য্য করিতে পারিলাম না। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন। সৌমিত্রি ও সীতা শোকার্ত্ত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ভরতের সেনাগণ সহসা রোদনধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই শব্দাভিমুখে ধাবমান হইল। সুমন্ত্র প্রভৃতি সচিব-গণ রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শ্রীরাম শোকাবেগ সম্বরণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃগণের সহিত মন্দাকিনীতীরে গমন করিয়া পিতার পিণ্ডোদক-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। অনন্তর রোরুদ্যমান ভরত ও লক্ষ্মণের হস্তধারণ পূর্ব্বক পর্ণকুটীরে প্রত্যাগমন করিলেন। ইত্যবসরে বশিষ্ঠদেব রাজমহিষীদিগকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া মাতৃগণের চরণে প্রণত হই-লেন। তাঁহারা পুত্রদিগকে আলিঙ্গন ও মস্তকাঘ্রাণ করিয়া যেন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। সীতা অশ্রুপূর্ণনয়নে শ্বশ্রূদিগকে নমস্কার করিলেন। কৌশল্যা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, হা বৎসে জানকি! তুমি রাজনন্দিনী ও রাজবধূ হইয়া এই দুঃসহ বনবাসক্লেশ সহ্য করিতেছ। এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

ভরত বদ্ধাঞ্জলি হইয়া রামচন্দ্রকে বলিলেন, আর্য্য! আমার মাতা রাজ্যলোভের পরতন্ত্র হইয়া এই অযশস্কর পাপকর্ম্ম করিয়াছেন। পিতাও বার্দ্ধক্য প্রযুক্ত মুগ্ধ হইয়া তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। আমি ইহার কিছুই জানি না। আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অপরাধ মার্জ্জনা করুন এবং অযোধ্যায় গমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ পূর্ব্বক পিতা মাতাকে সেই কলঙ্ক হইতে মুক্ত করুন। আমি আপনার প্রতিনিধি হইয়া এই অরণ্যে চতুর্দ্দশ বৎসর বাস করি। এই বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র বলিলেন, ভ্রাতঃ! মনুষ্য স্বেচ্ছাধীন হইয়া কোন কর্ম্ম করিতে পারে না। সকলই অদৃষ্টপরবশ। জগতের কোন পদার্থই চিরস্থায়ী নহে। উৎপত্তি হইলেই বিনাশ হয়। অহরহঃ জীবগণের আয়ুঃক্ষয় হইতেছে। অতএব অন্যের নিমিত্ত শোক না করিয়া আপনার ইষ্ট চিন্তা কর। পিতা অশেষবিধ পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা সদ্গতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিমিত্ত শোক করা কর্ত্তব্য নহে। তিনি তোমাকে এবং আমাকে যে আজ্ঞা করিয়া গিয়াছেন তাহা প্রতিপালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার অন্যথাচরণ করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হইবে। প্রতিজ্ঞাপালনে আমাকে নিষেধ করিও না। আর মাতা কৈকেয়ীকেও নিন্দা করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। তুমি অযোধ্যায় প্রতিগমন করিয়া পিতৃআজ্ঞা প্রতিপালন কর।

রামচন্দ্রের ন্যায়ানুগত বাক্যে প্রীত হইয়া সকলেই সাধুবাদ করিতে লাগিলেন। ভরত পুনর্ব্বার ভ্রাতাকে বলিলেন, মহাশয়! আপনি বিদ্বান্ ও রাজধর্ম্মজ্ঞ হইয়া আমাকে এরূপ আদেশ করিতেছেন কেন? জ্যেষ্ঠসত্বে কনিষ্ঠভ্রাতা কিরূপে রাজ্যাধিকারী হইবে? আমার এরূপ ক্ষমতা নাই যে আমি সেই দুর্ব্বহ রাজ্যভার বহনে সমর্থ হইব। অতএব আপনি আমার প্রতি কৃপা করিয়া রাজ্যপদ গ্রহণ করুন। এইরূপে আগ্রহ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি জাবালি শ্রীরামকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে রঘুকুলতিলক! তুমিই যথার্থ দৃঢ়ব্রত ও যথার্থ সাধু। তোমার তুল্য গাম্ভীর্য্যশালী দ্বিতীয় ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। তোমার মন ইতরজনের ন্যায় বিপদে বিষণ্ণ ও সম্পদে উল্লাসিত হয় না। তোমার পিতা ভরতকে রাজ্যদান করিয়া গিয়াছেন। সেই ভরত স্বয়ং তোমাকে রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন, রাজ্যগ্রহণ করিলে তোমার পিতৃসত্য উল্লঙ্ঘন জন্য অধর্ম্মভাগী হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি অকারণ ক্লেশ স্বীকারে প্রবৃত্ত হইতেছ কেন? কেহ কাহার সুখ ও দুঃখের ভাগী হয় না। সকল লোকেই স্বার্থসাধনে তৎপর। পিতাও লোভপরবশ হইয়া পুত্রকে এবং ভ্রাতাও ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে। ঋচীক মুনি ধনলোভে লুব্ধ হইয়া নিজপুত্র শুনঃশেফকে বিক্রয় করিয়াছেন। যদি তুমি এরূপ মনে কর পিতৃসত্য লঙ্ঘন করিলে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিবেন তাহার

সম্ভাবনা নাই। তিনি লয়প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে আর তাঁহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই। মনুষ্য একাই জন্ম গ্রহণ করে, একাই বিনষ্ট হয়, কেহই তাহার সহগামী হয় না। অতএব পরের নিমিত্ত এই অরণ্যবাসক্লেশ স্বীকার না করিয়া সচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর।

রামচন্দ্র জাবালির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন, মহর্ষে! বাগ্মী ব্যক্তিরা লোকের প্রীতিবিধানার্থ বাক্‌চাতুর্য্য দ্বারা অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য, অপথ্যকে পথ্য ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া প্রতিপাদন করিতে পারেন; তাহা আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু চরিত্র কথন অপ্রকাশিত থাকে না। অধার্ম্মিক ব্যক্তি ধর্ম্ম কঞ্চুক ধারণ করিলে দীর্ঘকাল ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হয় না। আমি যদ্যপি এই লোকনিন্দিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে সাধুলোকে আমাকে অবশ্যই দুরাচার ও কুলপাংশুল বলিয়া ঘৃণা করিবেন। জগতে সত্যই পরম ধর্ম্ম, সত্যই দৈবত, সত্যই পরম তপস্যা। মহর্ষিরা কেবল সত্যেরই উপাসনা করেন। শ্রী নিয়তই সত্যে বাস করেন। সত্যবাদী সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া সেই সনাতন সত্যধর্ম্ম বিলুপ্ত করিতে পারিব না। আপনি আমাকে এইরূপ আজ্ঞা করিবেন না।

বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের বাক্য শ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, রঘুকুমার! মহাতপা জাবালি লোকগতি ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জানেন না এমত নহে উনি তোমাকে গৃহে প্রতিনিবৃত্ত

করিবার জন্য এরূপ প্রবৃত্তিজনক বাক্য বলিতেছেন। আর আমিও বলিতেছি তুমি ভরতের প্রতি অনুকূল হইয়া রাজ্য-ভার গ্রহণ কর। শ্রীরাম কোন ক্রমেই রাজ্যগ্রহণে সম্মত হইলেন না।

ভরত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, সুমন্ত্র! তুমি স্থণ্ডিল ভূমিতে কুশসংস্তর প্রস্তুত কর; যে পর্য্যন্ত রামচন্দ্র অযোধ্যাগমনে উন্মুখ না হন, সে পর্য্যন্ত আমি নিরাহার হইয়া এই স্থানে স্থিতি করিব। এই বলিয়া কুশাসনে শয়ন করিয়া রহিলেন। অমাত্যগণ ভরতকে তাদৃশাবস্থ দেখিয়া বলিলেন, নৃপনন্দন! আপনি এরূপ মিথ্যা প্রয়াস করিতেছেন কেন? গাত্রোত্থান করুন। বৃক্ষগণই বায়ুবেগে চালিত হয়, শৈল কখন সঞ্চালিত হয় না। পয়োনিধি স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম করে না। মহার্ণব কখন শুষ্ক হয় না। আমরা কি করিব, রামচন্দ্র কোন ক্রমেই সত্যব্রত হইতে বিচলিত হইবেন না। আপনি অযোধ্যায় প্রতিগমন করুন। রামচন্দ্র বলিলেন ভরত। তুমি জ্ঞানবান্ হইয়া অজ্ঞানের কর্ম্ম করিতেছ কেন? মূর্দ্ধাভিষিক্তদিগের প্রায়োপবেশন অবিধেয়। তুমি রাজ্য গ্রহণ না করিলে পিতা অনৃতবাদী হইবেন। অতএব আমি অনুরোধ করি-তেছি তুমি অযোধ্যায় গিয়া সুখে রাজ্যভোগ কর।

ভরত শ্রীরামের বাক্যে নিতান্ত হতাশ হইয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে বলিলেন, ভ্রাতঃ! আমি একাকী কি রূপে এই বিশাল রাজ্য রক্ষা করিব। কি রূপে বা প্রজাপুঞ্জের

অনুরঞ্জন করিব। জ্ঞাতি, অমাত্য ও সুহৃদবর্গ আপনাতেই অনুরক্ত। আপনি রাজপদে অধিরূঢ় হইলে সকলেই সুখী হয়। এই বলিয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইলেন। রামচন্দ্র ভরতকে প্রবোধবাক্যে বলিতে লাগিলেন, ভ্রাতঃ! তুমি এত চিন্তিত হইতেছ কেন? তোমার স্বাভাবিক যে বিনয় ও বুদ্ধি আছে তাহাতে তুমি ত্রিলোকেরও আধিপত্য করিতে পার, বিশেষতঃ কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ও পিতার অমাত্যবর্গ সর্ব্বদা তোমার সন্নিহিত থাকিবেন। উহাঁদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিলে কোন বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। তুমি সকলকে সমভিব্যাহারে লইয়া অযোধ্যায় গমন কর। ভরত অযোধ্যাগমনে সম্মত হইয়া বলিলেন, যদি একান্তই আমাকে রাজ্যরক্ষা করিতে হয়, তবে আপনি স্বীকার করুন যে এই রাজ্য আমার নিকটে ন্যাসরূপে অর্পণ করিলেন। আমি চতুর্দ্দশ বৎসর আপনার প্রতীক্ষায় রাজ্যরক্ষা করিব। এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে শরভঙ্গ মুনির শিষ্য আসিয়া রামচন্দ্রকে উপায়ন স্বরূপ কুশপাদুকা প্রদান করিলেন। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, ভরত! এই কুশপাদুকা রামচন্দ্রের চরণস্পৃষ্ট করিয়া গ্রহণ কর। ইহা সিংহাসনে নিবেশিত করিয়া তুমি প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া রাজ্য পালন করিবে।

ভরত তথাস্তু বলিয়া কুশপাদুকা মস্তকে গ্রহণ পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন করিলেন।

তথায় স্থির হইতে না পারিয়া নন্দিগ্রামে গেলেন এবং সেই কুশপাছুকা সিংহাসনে রাখিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

সম্পূর্ণ।